অরুণ—আলো

এ, জেড্, নূর আহম্মদ প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ)

১৯২৬

[মূল্য আট আনা

উপহার।

আমার

কে দিলাম।

তাং ১৯

সূচীপত্র।

(পুণ্য)

(প্রীতি)

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার অপার কৃপাবলে নিজকে গৌরবান্বিত
মনে করি ; আজ সুদূরে আসিয়াও
যাঁহার দয়ার অভাব
মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি
সেই—পূজ্যাস্পদ
উদারহৃদয় পুণ্য প্রাণ
কর্ম্মবীর
খানবাহাদুর
মাওলানা মোহম্মদ মুছা সাহেব
এম, এ, আই, ই, এচ্ এর
পবিত্র করকমলে কচিতুলিকার
"অরুণ আলো"
ভক্তিপূর্ণ অন্তরে উৎসর্গ
করিলাম।

নিবেদন

আমি যখন ১৯২৪ সনে ও ১৯২৫ সনে বঙ্গীয় মোসলমানের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণার্থ; রচনার প্রতিযোগীতায় নোয়াখালী খাদেমুল ইসলাম সমিতি ও ঢাকা মোসলেম ছাত্র সমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হই; তখন হইতে কতিপয় বন্ধু রচনা খানা ছাপাইতে অনুরোধ করেন; এতদিন তাহা করিতে পারি নাই, তার মূলে অনেক কারণ প্রচ্ছন্ন ছিল।

আজ প্রথম উদ্দমের সব ক্রটী টুকু নিয়ে বিশ্ব মোসলেম ভাইদের খেদমতে নবীন লিখকের রচনা খানি পুস্তক আকারে প্রকাশ করছি। বাংলার মুসলমান কি তাঁহাদের তরুণ ভাইর অর্ঘ্যটুকু নিজস্ব বলে গ্রহণ করবে?

বই ছাপানকালে নানাবিধ সাহায্যের জন্য ডাফরীন মোসলেম হোষ্টেল ও ইসলামিক কলেজের ছাত্র বন্ধুদের নিকট আমি অনেক খানি ঋণী। অনেক সাময়িক কাগজ হইতে সাহায্য পেয়েছি তাই সম্পাদকদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নূর মনজেল, কুহিতীয়া
ফেণী—
১০ই জুন ১৯২৬।

এ, জেড, নূর আহাম্মাদ।

অরুণ-আলো

সত্যেরই গগণে অরুণ আলো রেখা সত্যেরই উড়ে
বিজয় কেতন
সত্যেরই দীপ্ত বাতি সত্যেই জ্বলে উঠে অসত্যই
নিবে অনুক্ষণ।
সত্যেরই বিশ্ব মনোরম দৃশ্য সত্যেরই ধরে তারা
সুমধুর তান
সত্যেরই জীব মোরা, সত্যেই প্রাণভরা গাও তরুণ
সত্যেরই গাণ ॥

সমাজ-চিত্র

(বঙ্গীয় মুসলমানের অধঃপতন
ও
প্রতিকারের উপায়)।

"এক ভিন্ন অন্য নাহি উপাস্য এ ভবে
হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রেরিত তাঁহার
ভরসা আমার তিনি এ ভব অর্নবে
পাপি আমি চরণের ধূলি কণা তাঁর"

(।কাবাদ)

বিশ্ব নিয়ন্তা জগত পিতা খোদাতালার মহান' ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার মাঙ্গলিক গানে অন্ধ মানবের

হৃদয় কন্দর নাচিয়া উঠুক। তাঁহার অভিপ্রেত পূত ইসলামের মন্দাকিনী ধারা তরতর বহিয়া বিশ্বের ধর্ম্ম জগতকে সরস করুক। ইসলামাকাশের অরুণ কিরণ জগতের তমসা বিদূরিত করুক। বিধর্ম্মীর প্রাণের পরদা ভেদিয়া সার্ব্বজনীন ইসলামের নূর ফুটিয়া উঠুক। নাস্তিকের হৃদয় পঞ্জর ভাঙ্গিয়া খোদার মহান নাম জাগিয়া উঠুক। সনাতন ইসলাম সমাজে একতা ও সাম্যের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠুক।

আজ বালক হৃদয়ের শত উদাম, তরুণ হাতের কাচা তুলিকা নিয়ে সমাজের দৈনন্দিন খুটি নাটি চিত্র আঁকিতে বসিয়াছি জানিনা আমার কচি তুলিকায় সাজের স্বরূপ কতদূর ফুটে উঠে। সমাজের নিমজ্জমান অবস্থা দেখে ভাঙ্গাপ্রাণে জাগরণের দুইটি আহ্বান নিয়ে এসেছি জানিনা সামাজের কোনও নিভৃত কোন হইতেও মৃদুভাবে একটি সাড়ার আশ্বাসবাণী শুনিতে পাব কিনা। কেননা কত কবি মহাকবি কত সমাজ

নায়ক তাঁহাদের সুললিত বীণার মধুর ঝঙ্কারে সুপ্ত সমাজকে উদ্বোধনের, জাগরণের মন্ত্র দিয়েও সমাজ হইতে কোনও আশার আভাস পান নি, যদিও কখন২ পেয়েছেন তাহা soda spirit এর ন্যায় সাময়িক উত্তেজনা মাত্র তাহা কখনও কার্য্যকারী হয় নাই। তাই এই তরুণ আহ্বানে যে কেহ সাড়া দিবে সেই আশা ও আকাশ কুসুম কল্পনা বই আর কিছুই নয়!

সারা বিশ্বজোড়া মোছলেম সমাজে নমস্য বুড়োদের কথা ছেড়ে দিয়ে যদিও কোনও তরুণ হৃদয় এই আহ্বানে আন্দোলিত হয়ে উঠে জীবন সাগরের চপল-রুধির কল্লোলিত হয়ে কর্ম্মভূমিকে তার ঘাত প্রতি-ঘাতে একাকার করে তোলে তবে সেই আঘাতের মধ্যেই এই লিখকের সুদীর্ঘ সাধনা জয়মণ্ডিত হবে।

প্রথম উদ্দমে যে কোনও চিত্রকরের ছবি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না তাহা চিত্রিত বস্তুর দোষ নয় তাহা

অরুণ-আলো।

চিত্রকরের দোষ, তাহা তার অদৃষ্টের দোষ আর তাহা তার তরুণ তুলিকার চপলতার দোষ। আবার দশ বৎসর পরে যে সেই একই চিত্র সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে উঠে তাহা তার একাগ্রতার সুফল, চিত্র রসিক বন্ধুগণের উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ বাণীর ফল। এই চিত্রকরের বেলায় ও দশের ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিবে ইহার ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব। ভাই মোছলেম ভাইগণ তোমাদের এই তরুণ ভাইটি সমাজের নগ্ন ছবিটি কচি তুলিকায় এক টানে এঁকে দিতেছে; রংমিশ্রণের অভিজ্ঞতা নাই বলে রঙ্গিনতা করতে যেয়ে আসল জিনিষটি নকল হয়ে পড়বে ভয়ে সে চিত্রে কোনও প্রকার রং দিয়ে ছবিটিকে লালে লাল রঙ্গিনতা করবার চেষ্টা করে নাই তাতে যদি তার দোষ হয়ে থাকে, ভুল হয়ে থাকে তবে ছোট ভাইটি বলে ক্ষমা করো ছবিটিকে আরও সুন্দর করাবার জন্য উপদেশ দাও দেখবে তোমাদের

আশীর্ব্বাদ পেয়ে সে ছবি আঁকতে শিখে তোমাদের মোছলেম মাকে জগতের মা করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

আর যদি তোমারা আশীর্ব্বাদ দিতে কুণ্ঠিত হও তবে সে আপন চেষ্টায় চলবে সবচেয়ে এক বড় আশীর্ব্বাদক [illegible] ভগ্য আছে সে তাকে বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসের বলে সেই দয়াময়ের অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে সে চলবে কোনও দুর্জ্জয় শক্তি তাকে বাধা দিতে পারবে না একদিন না একদিন সে জয়ী হবে আজ না হয় কাল তার একাগ্র সাধনা-তরু ফলে ফুল মুকুলিত হবে তখন সে সত্যের বলে বাঁধন হারার মত কবির গান গেয়ে গেয়ে বলবে—

যদি সত্যের থাকে বল
তবে মুখ খুলিয়ে বল।
যদি প্রাণের থাকে বল
তবে বুক ফুলিয়ে চল।

চপল মন কি না প্রাণে যেই ছবিটি এসে পড়ে তার বিষয় কিছু না। লিখলে মন আনচান করে তাই দুইটা কথা বলতে যেয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি পাঠক পাঠিকা আপনগুনে ক্ষমা করিও চল একবার তোমার সমাজের চিত্র দেখতে চল ।

হে পতিত ইসলাম সমাজ তোমার অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে কত বড় একটা ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে একবার কি চিন্তা করিয়া দেখিবে ? তুমি না বাদসার জাতি ? আর এখন কি হইয়াছ বাদসাদের খানসামা । বলিতে লজ্জা কিসের যখন ঘটনা বৈচিত্রে মানব কোন স্তরে আসিয়া পতিত হয় সেই স্তর যতই নীচ যতই নিম্নতম হউক না কেন কিছুকাল থাকিতে২ সেই স্তরই তাহার আদরের হয়, ইহা স্বভাবের নিয়ম, নিয়তির গতি । আর উপর দিকে উঠিতে তার ইচ্ছা হয় না, দুই হাত চলিতে গেলে পদ অবশ হইয়া পড়ে, এক স্তর উঠিতে চাহিলে হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেননা

অবতরণ যত সহজ আরোহণ তত নয়। এক কালীন লক্ষটাকা দানের জন্য তোমার উপাধি ছিল "লাক্ষ বকস" আর এখন ফকির উপাধি নিয়া এক মুষ্টি চাউলের জন্য, এক টুকরা ছিন্ন বস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে গৌরব মনে কর। হায় এই দৃশ্যটি কতই মর্ম্মভেদী হৃদয় বিদারক। যেই জাতির সহানুভূতি ও হামদরদী এক দিন সমগ্রজাতির অনুকরণীয় ছিল, সেই জাতির প্রতিগৃহ আজি কোলাহলের ভয়াবহ দৃশ্যে শ্মশানে পরিণত। যেই মোসলেম সমাজের ভিত্তি স্তম্ভ "শান্তির" উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মোসলেম জাতিতে আজ আদালত ফৌজদারা লোকারণ্য। যেই মোসলেম রবির কিরণচ্ছটায় আরবের ঘোর তিমিরতা বিদূরিত করিয়া মরুভূমে কুসুম পারিজাত ফুটাইয়াছিল সেই ইসলাম রবি আজ অধর্ম্মরূপ গাঢ় মেঘের আড়াল দিয়া পলে পলে অস্তমিত। •

মোসলেম ভাইগণ! দিব্য চক্ষে একবার তোমাদের

অধঃপতনের দিকে তাকাইয়া দেখ কেন তোমরা আজ জগতের সর্বত্র এত ঘৃণিত দলিত লাঞ্ছিত। চেয়ে দেখ তোমাদের চতুর্দ্দিকে উন্নতির কত আয়োজন কত নগন্য জাতির উন্নতির পতাকা আকাশে পত্ পত উড়িতেছে। আর তোমরা বাদশার জাতি যাহাদের প্রতি ধমনীতে উন্নতির তপ্ত রুধির প্রবাহিত তাহারা দিন২ অবনতির নিম্ন হইতে নিম্নতম স্তরে নিমজ্জিত হইতেছে ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা? তোমাদের এই অধঃপতনের কারণ কি?

উত্তরে বলা যাইতে পারে অলসতার মোহে পড়িয়া বিধর্ম্মীর সাহচর্য্যে থাকিয়া ইস্লামের শিক্ষা ভুলিয়া তোমাদের পূর্ব্ব গৌরব আত্ম স্বরূপ হারাইয়া ফেলিয়াছ, পূর্ব্ব মোসলমানগণের হৃদয়ে খোদার নাম সতত জাগরুক ছিল, ধর্ম্মবলে তাঁহারা বলীয়ান ছিলেন. তাই "আল্লাহু আকবর" বলিতে বলিতে সতর জন মুসলমান বঙ্গ জয় করিয়াছিল—সতর শত মূর

তার পাঁচ গুণ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিয়া সুদূর স্পেনে ইস্‌লামের অর্দ্ধ চন্দ্র শোভিত বিজয় পতাকা উড়াইয়াছিল। কিন্তু হায়! বর্ত্তমানযুগে তাহা নাই আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই। তাই লাঙ্গুল গুটাইয়া আমরা দৌড়িতে থাকি। মারিবার আগে আমরা মরিতে প্রস্তুত।

যে জাতির শতকরা পাঁচজন লোক স্বকীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ কোরাণ পড়িতে জানেনা তাদের অধঃপতন কি অনিবার্য্য নয়? বর্ত্তমান যুগে সারা জগত খুজে দেখ অন্য একটী জাতি পাইবে না যারা নিজের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে অক্ষম। হিন্দুর মধ্যে এমন একটা শিক্ষিত ছেলে খুঁজিয়া পাইবে না যে আপনার বেদ পুরাণ পড়িতে পারে না, এমন একটা ইংরাজ ছেলে পাইবে না যে বাইবেল পড়িতে জানে না। কিন্তু অশিক্ষিতের কথা ছাড়িয়া দিলেও কয়জন শিক্ষিত মুসলমান ছেলে কোরাণ পড়িতে সক্ষম? ইহা কি

অরুণ আলো।

জাতির অধঃপতনে শ্রেষ্ঠতম কারণ নয়?

ইহারই ফলে ধর্ম্ম আমাকে কি শিক্ষা দেয় তাহা আমি জানি না, ধর্ম্ম বলে, আমাকে নামাজ পড়িতে আমি যাই তাস পাশা জুয়া খেলিতে ধর্ম্ম বলে রোজা রাখিতে আমি যাই সরাব মদ খাইতে, আজান ডাকে খোদাব দিকে আমি যাই পতিতা নারীর অভি সারে। ধর্ম্ম বলে দান খায়রাত, ছদকা জাকাত দিতে আমি যাই ঘুস ও সুদ খাইতে। ধর্ম্ম বলে কলেমা পড়িতে আমি যাই গান বাজনা থিয়েটার নাটক শুনিতে। ধর্ম্ম বলে পরোপকার করিতে আমি যাই ছলে বলে কৌশলে এতিমের মাল আত্মসাৎ করিতে। ধর্ম্ম বলে ভাই ভাই মিলিয়া থাকিতে আমি যাই ভাইয়ে ভাইয়ে মারপিট করিয়া মোকদ্দমা বাজাইতে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় পবিত্র জীবন যাপন করিতে আমি যাই চুরি ডাকাতি দালাদালি করিতে। ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় আত্মীয় পরিজন নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে পূত জীবন কাটাইতে

আমি যাই বন জঙ্গলে দুই দিনের তরে ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া পরের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে। ইহাই ধর্ম্ম গ্রন্থ নাজানার ফল, আমাদিগকে করিতে বলে এক আমরা করি আর, খোদাতালা বলিতেছেন

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم *

"খোদাতালা ঐ জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন সে পর্য্যন্ত করেন না যে পর্য্যন্ত নিজেরাই নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন না করে।"

কই আমরাত আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নই, তবে কি খোদা স্বয়ং মর্ত্তে নামিয়া আমাদিগকে হাত ধরিয়া উন্নতির দশস্তর উপরে উঠাইয়া দিয়া যাইবেন? খোদা তালার আরও বলিয়াছেন। ليس للانسان الا ما سعى

মানবের শক্তির বাহিরে কিছুই নাই

"God helps those who help themselves."•

যাহারা নিজের চেষ্টা নিজে করে খোদা ও তাহাদের

সাহায্য করেন, এই সব অভয়-বানী কি আমাদের উন্নতির আশা জাগাইয়া দেয় না ?

হায় পতিত সমাজ যেই একতার অভাবে সাধের সিংহাসনটি হারালে, এখনওকি তোমাদের সেই একতার জ্ঞানটা হল'না তোমাদের মধ্যে যদি একজন ভাগ্য বলে একটি উচ্চ চাকুরী লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সেই আফিসে অন্য মুসলমান কর্ম্মচারীর আশার পথে অর্গল পড়িয়া যায়। তাহার দ্বারা সাহায্যের আশাত দূরের কথা বরং তাহাকে কুকুর বৎ দূর দূর করিয়া সুদূরে তাড়ান হয়। মুসলমান তোমাদের একতার অভাবে সমাজের এই কুৎসিত চিত্রটি আমরা দেখিতেছি। এই একতার অভাব মুসলমান সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ তোমাদের নিজ স্বরূপ যদি ভুলিয়া থাক তবে প্রতিবাসী গণের একতা দেখিয়া ও কেন তোমাদের একতা জাতীয়তা ফুটিয়া উঠেনা ?

চেয়ে দেখ তাহাদের একের উন্নতিতে কতজনের উন্নতির দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা পূর্ণ জাগরুক আছে। একটি কাক যেমন সামান্য একটি অন্ন কণা ও স্বজাতীর মধ্যে বণ্টন না করিয়া খাইতে পারেনা তদ্রুপ একের সৌভাগ্যে অপর ভাইকে অংশী না করিয়া তাহারা মনে শান্তি পায়না।

পক্ষান্তরে তোমার দৈনিক পাঁচওয়ক্তের নামাজ কি একতা, নম্রতা; জাকাত স্বার্থত্যাগ ও পরোপকার; রোজা আত্মশুদ্ধি; হজ্জ্ব ভ্রাতৃভাব স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি অহরহ শিক্ষা দিতেছেনা? এই সমস্ত দৈনন্দিন উপদেশ পূর্ণ কার্য্যাবলীতে তোমাদের হৃদয় কন্দর কেন একতা, সাম্য ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন বাঁশীর বীনার ঝঙ্কারে নাচিয়া উঠেনা?

জাতীয়তা একটা জিনিষ আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহা না হইলে আমাদের

বেশ ভূষার এত বৈচিত্র হইতনা। অন্ততঃ পক্ষে তিন জন মুসলমান যদি এক স্থানে একত্রিত হয় তবে তিন জনের পোষাক তিন রকম হইবে। অন্যান্য উন্নত জাতির প্রতি তাকাইয়া দেখ তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা কি সুন্দর ভাবে শোভা পাইতেছে। সমগ্র কাবুল জাতি একই পোষাকে শোভিত, তাই এই ভাঙ্গা গড়ার দিনে ও তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রহিয়াছে, পাঞ্জাবী, শিখ গুরখা রাজপুত ইংরেজ প্রভৃতি উন্নত জাতির এক জনকে দেখিয়া তাহাদের সমগ্রজাতির পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারা যায়। কেননা তাহারা যেই ঋতুতে যেখানে যাউক নাকেন নিজের জাতীয় পোষাক কখন ও বদলায় না। কিন্তু বর্ত্তমান কালের মুসলমানকে দেখিয়া তাহাদের জাতীয় পোষাক কি তাহা ঠিক করা মহাসমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। জাতীয়তার এই অভাব ও মুসলমানের অধঃপতনের অন্যতম কারন,

কেননা যাঁহারা ধুতি সার্ট, পেণ্ট কোট পরিধান করেণ তাঁহারা সমাজের কতক গুলি লোককে খয়রাতী মোল্লা বলিয়া ঘৃণা করেন, আবার যাঁহারা লম্বা কোর্ত্তা পায়জামা ছদরিয়া গায়ে দিয়া চলেন, জমাতে উলার* সার্টিফিকেটকে বেহেস্তের কুঞ্জি বলিয়া দাবী করেন তাঁহারা অন্যান্য শ্রেণীকে কুকুরবৎ ঘৃণা করিয়া বলেন ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়া ইহারা কাফের হইয়া যাইতেছে। আক্ষেপের বিষয় হজরত বুকের রক্তদিয়া কাফেরকে মুসলমান করিয়াছেন আর আমরা নিজ নিজ জেদ বজায় রাখিতে, আমিত্বের ধবজা উড়াইতে প্রতিদিন কত মুসলমানকে কাফের করিয়া দিতেছি, অথচ স্বকীয় অগাধ বিদ্যা বলে জীবনে এক বিধর্ম্মীকে ও মুসলমান করিতে পারি নাই, এই

* জনৈক আলেম অপর এক ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সহিত তর্কে হারিয়া এইরূপ দাবী করিয়াছিলেন।

সমস্ত অযথা কারণে সামান্য বিষয় নিয়া অহরহ মুসল-মানের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়া একতার হ্রাস হইতেছে। পক্ষান্তরে দিন২ সমাজ রসাতলে যাইতেছে।

আবার যে আলেম সমাজ আমাদের আশা ভরসার স্থল যাহাদের দ্বারা আমরা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি কামনা করিতেছি, তাহাদের মধ্যেই অনৈক্যের মাত্রা খুব বেশী, একশত জন *শিক্ষিত লোক একত্র হইলে তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা কোনও রূপ মতানৈক্য দেখিনা, কিন্তু তিন† জন আলেম একত্র হইলে সময় সময় মহা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া উঠে. স্বকীয় সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলে তিন জনে একই প্রশ্নের তিন রকম জবাব দিবেন, এবং প্রত্যেকেই নিজের আধিপত্য বিস্তারের বাসনায়

* ইংরাজী শিক্ষিত।

† সাধারণতঃ অল্পশিক্ষিত আলেমদের মধ্যেই এই কোন্দলটী বেশী; প্রমান স্বরূপ গ্রামে যাইয়া দেখিতে পারেন।

অপর সহচরদের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়া দিবেন। ফলে তাহাদের উপর হইতে জন সাধারণের অচলা ভক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, ছরওয়ারে কায়েনাত মধুর কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন العلماء ورثة الانبياء "আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী", কিন্তু হায় আলেম ভাইগণ তোমরা একবার দলা দলি মনো-মালিন্য ত্যাগ করিয়া ন্যায়ের চক্ষে চাহিয়া দেখ তোমরা আপন পৈত্রিক ত্যাজ্য সম্পাত্তির উৎবর্দ্ধ সাধন করিতেছ না। দিন দিন উহা হস্তচ্যুত করিয়া সমাজের অধঃপতন ঘটাইতেছ? রসুল মকবুল (দঃ) অপারগতা বশতঃ জীবনে একবার মাত্র মসজিদে ইদের নামাজ পড়িয়াছিলেন, এবং উন্মুক্ত ময়দানে অনেক গ্রামের লোক একত্র হইয়া নামাজ পড়িতে আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সময়ের আলেমগণ প্রত্যেকেই এমাম হওয়ার সাধে স্থল বিশেষে একই গ্রামে দুই তিন থানা জমায়েতের সৃষ্টি

করিয়াছেন। হায় পতিত জাতি তোমার অধঃপতনের কালে এইরূপ আরও কত প্রকার হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিব। এই প্রকার ছোট ছোট দলসৃষ্টির ফলে গৃহ বিবাদ, আত্মকলহ, পরহিংসা, পরচর্চ্চা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া দস্তুর মত বড় বড় দাঙ্গা হাঙ্গামায় গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হয়। অবশেষে নিঃস্ব গ্রাম বাসীর টাকায় উকিল মোক্তারদের থলি পূর্ণ হয়।

সমাজে নীচ মনা এক শ্রেণীর লোক বাস করে কোন না কোন ছল পাইলে সৎকার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করা তাহাদের প্রকৃতি, ইহাতে তাহাদের হৃদয়ে পরম আনন্দ জন্মে, কথায় বলে "অলসের মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা," গ্রামে কাহার ও বিবাহের প্রস্তাব হইলে মিথ্যা প্রচার দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ করা, কুপরামর্শ দিয়া দেশে মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতির সৃষ্টি করা তাহাদের স্বভাব সিদ্ধ, দেখা

যায় এই দুরাশয়গণ গ্রামের বিখ্যাত চোর দস্যুদের সঙ্গে গোপনে সখ্য স্থাপন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে, ন্যায়ের মর্যাদা নাই, সত্যের লেশ মাত্র নাই, ধর্ম্মের ধার ধারে না, সমাজ সংস্কার তাহাদের সমূহ ক্ষতি বলিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাহারা আবশ্যক মনে করে না, পরন্তু কেহ এ বিষয়ে উদ্যম প্রকাশ করিলে সে চিরদিনের জন্য পাপিষ্ঠদের কোপানলে পতিত হয়। এই শ্রেণীর লোকের সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, আমার খুব পরিচিত একব্যক্তি দুইতিন বৎসর বসরা মেসোপটেমিয়া প্রভৃতিদেশ বিদেশ ঘুরিয়া নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম লব্ধ দুই তিন হাজার টাকা লইয়া দেশে আসে, পরে বেচারা ঐ শ্রেণীর এক জন কুটনীতিপরায়ণ লোকের প্ররোচনায় পড়িয়া নিজের সহোদরের সহিত সামান্য দুই গণ্ডা জমির জন্য কলহে মাতিয়া দুই তিন মাসে

পথের ভিখারী সাজে। সুতরাং এই শ্রেনীর লোককে ভদ্র করা কি সমাজের কর্ত্তব্য নয়?

বিলাসিতা মুসলমান সমাজের অধঃপতনের আর একটি প্রবল কারণ। এই বিলাসিতার দোষেই আমরা মুসলমান জমিদারীর ধ্বংস দেখিতে পাই। সঙ্গতি-পন্ন মুসলমান ভদ্রলোকের ছেলেরা আশৈশব দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যায় শায়িত হইয়া ননির পুতুল সাজিয়া বিলাস প্রবর হইয়া উঠেন, ইহার ফলে শ্রম সাধ্য কার্য্যের প্রতি তাদের মন একেবারেই যাইতে চায়না, অচিরেই লেখা পড়া ছাড়িয়া পাক্কা-দরের বাবু সাজেন, সর্ব্বদা প্রসাদ মিলিতেছে বলিয়া দোস্ত আসনাও আমোদে হরদম মজ্‌লিস গরম করিয়াতুলে। শিক্ষাগুরুকে মনে করেন পয়সার চাকর, মনে করে বৃদ্ধপিতা সংসার ছাড়িলে দুদিন পরে আমিইত সর্ব্বময় কর্ত্তা সাজিব, আর পরওয়া কিসের, কালক্রমে বৃদ্ধ পিতার জীবন সূর্য্য যখন চির

তরে ডুবিয়া গেল, আমাদের স্নেহের দুলাল যাইয়া গদী নসীন হইলেন, তখন আর কি তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, বাল্য যৌবনের সন্ধিস্থলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে সাধারণতঃ যাহা ঘটে, তাহাই ঘটিল, বল্গারহিত অশ্বের ন্যায় তাহার উদ্যম লালসা দিনদিন বাড়িয়া চলিল, বিনা প্রয়োজনে বহু অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন, জমিদারীর ধার ধারে না। ভোগ বিলাসেই লিপ্ত, পক্ষান্তরে শত করা ৯৫ স্থলেবিধর্ম্মী কর্ম্মচারীগণের উপর সর্ব্বক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় তাহারা সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া রক্ত লোলুপ শার্দ্দুলের ন্যায় স্বার্থ সিদ্ধিতে তৎপর, ফলে কয়েক বৎসরেই জমিদারী এবং সম্পত্তির ধ্বংস হইয়া আমাদের স্নেহের দুলালগুলি পথের কাঙ্গাল সাজেন। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এবং মুসলমানের অধঃপতনের ভয়াবহ দৃশ্য আর কি হইতে পারে? •

আবার চেয়ে দেখ দীন দুঃখী, কাঙ্গাল, ভিক্ষুক,

কাণাখোড়া জন্মান্ধ সব মুসলমান সমাজে ভরপূর। অপর সমাজে ঐ শ্রেণীর লোক অতি বিরল। আমরা স্বীকার করিতে পারি মুসলমান সমাজ অধঃপতনে যাইতেছে। তাই অবস্থার পরিবর্ত্তনে কতকগুলি লোক ভিক্ষুক সাজিল কিন্তু কাণা খোঁড়া পঙ্গুর হওয়াত নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ইহা খোদা তালার কার্য্য। তবে খোদাতালা কি মুসলমান ধর্ম্মের উপর রাগ করিয়া সব অচল প্রাণী গুলি তাহাদের সমাজে ঢুকাইয়া দিয়াছেন, তাহা কখনই নয় স্বয়ং খোদা তালা বলিয়াছেন—

ان الدين عند الله الاسلام

"সব ধর্ম্ম চেয়ে মুসলমান ধর্ম্মই খোদাতালার নিকট মনোরম" আর ও বলিয়াছেন,

ليس الله بظلام للعبيد *

"খোদাতালা মানবের প্রতি অত্যাচারী নন।" সুতরাং খোদাতালার অবিচার কখন ও হইতে পারেনা

তর্ক শাস্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে কাণা খোড়া হওয়া খোদাতালার ইচ্ছা নয়, মা বাপের কর্ম্ম দোষ। তবে কি তত্ত্ববিৎগণ ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ছেলেমেয়ে কাণা খোড়া জন্মান্ধ হওয়া জনক জননীর দোষ * তাহাদের অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নভাব এবং নিষিদ্ধ সময় সঙ্গম করার ফলে সন্তান সন্ততির শারীরিক পূর্ণতা সাধিত হয় না। কাজে কাজেই এক অংশ ক্ষীন হইয়া কাণা খোড়া অন্ধরূপে পৃথিবীতে আসে। **হাদিসের অনুযায়ী আমরা জানিতে পারি** যে ছেলে মেয়ের উপর পিতা মাতার সম্পুর্ণ অবয়ব পতিত হয়, **এমন কি সঙ্গম কালে** যদি পিতার বীর্য্য পূর্ব্বে বহির্গত হয় সেই ছেলে পুরুষের অবয়ব প্রাপ্ত হয় আর ইহার বিপরীত

---

* যদি কেহ (তকদিরের) অদৃষ্টের দোষ দিয়া বসিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের জন্য বলিবার কিছুই নাই।

অবস্থায় ঠিক বিপরীত ফল দাঁড়ায় অতএব মা বাপের দোষে যে ছেলে মেয়ের দুর্দ্দশা হয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বলিতে দুঃখ হয় যেই মুসলমানের **ধর্ম্ম গ্রন্থ সমুহ** হায়েজ নেপাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপদেশে পরিপূর্ণ তাহাদেরই এত দুর্দ্দশা ইহা কি মুসলমান জাতীর ধ্বংসের প্রবল কারণ নয়?

এখন এই পতিত জাতির উদ্ধার এবং ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই? নিশ্চয় আছে খোদাতালা অভয় বাণী দিয়া বলিয়াছেন "মানবের অসাধ্য কিছুই নাই," "খোদার নিকট হইতে সাহায্য এবং জয় নিকট বর্ত্তী," এস ভাইগণ যে যেখানে আছ ছুটিয়া এস আজ ইসলাম জননীর স্নেহ সুশীতল ক্রোড়ে দাড়াইয়া পবিত্র সাবান মাসে মধুর বসন্তে তোমাদিগকে ইসলামেরসাহায্যে ডাকিতেছি। পূর্ণ উদ্দিপনায় মাতিয়া ধর্ম্মের ডাকে সাড়া

দিয়া এই পতিত সমাজকে উর্দ্ধার করিতে এস, দেখিতে পাইবে খোদার কৃপায় অচিরেই আমরা জয়যুক্ত হইয়াছি নিজের উন্নতিতে নিজেই বিস্মিত হইব, জগত স্তম্ভিত হইবে, **মোসলেম জগতে নব যুগ** আসিবে।

প্রতীকারের উপায়

১। অলস প্রিয় মেয়ে লোকগণ হইতে কড়া গণ্ডায় কার্য্য উশুল করিতে হইবে, তাহাদের জন্য চরকার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে ইহা অপমানের বিষয় নয়। আমাদের নবী করিম (দঃ) বিবি ফাতেমার বিবাহ উপলক্ষে একটি চরকা যৌতুক দিয়া বলিয়াছিলেন "বৎসে ! নিশ্চয় জানিও সূতা কাটা এবাদত তুল্য" সুতরাং দেখাযায় ইহা অপমানের বিষয় নয় বরং ইহা গৌরবের বিষয়।

২। আমাদের আশা ভরসার স্থল নব্য তরুন দিগকে ব্যবসা বানিজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে হজরত ব্যবসার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং দীর্ঘকালব্যাপী বানিজ্য বিভাগের নায়ক ছিলেন। দশ পনর টাকা বেতনের একটি গোলামীর জন্য শিয়াল কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া অন্ততঃ পক্ষে পাচ টাকার মূল ধনে ছোট একখানি পানের দোকান খোলা কি গৌরবের বিষয় নয়? ইহাতে তোমার মনুষ্যত্ব রক্ষা পাইবে। কর্ত্তার মনস্তুটির জন্য ২৪ ঘণ্টা হাঁ হুজুর মন্ত্র আওড়াইতে হইবে না, একদিন দোকানে যাইতে না পারিলে তোমার কার্য্য যাওয়ার ভয় থাকিবে না, বাণিজ্য বশতঃ লক্ষী বাকাটির মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে। দেখিবে তোমার ছোট দোকানের প্রতি রহিম রহমানের সুনজর পড়িয়া তোমাকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে উঠাইতেছে, তোমার সৌভাগ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে।

৩। সুদ লওয়া দেওয়া সুদের তমসুক লিখা ও ইহাতে সাক্ষী হওয়া সমান পাপ। তবে এই মহা পাপ হইতে অব্যহতি লাভের তরে নিম্ন লিখিত কার্য্যটি করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে (Saving national store) "জাতীয় সাহায্য ভাণ্ডার" খোলা দরকার। যখন ফসলের মৌসুম আসিবে তখন সকলে অবস্থা ভেদে এক নির্দ্দিষ্ট হারে ঐ ভাণ্ডারে ধান্যাদি অন্যান্য উৎপন্ন শস্য জমা রাখিবে। যেই বৎসর অভাব উপস্থিত হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তি অবস্থানুসারে উহা হইতে এক নির্দ্দিষ্ট হারে সাহায্য পাইবে। আর যেই বৎসর কাহারও অভাব হইবেনা তখন ঐ ভাণ্ডার সম্যক পূরা থাকিবে। অতঃপর পর বৎসরের উৎপন্ন শস্যে ভাণ্ডারের কলেবর আরও বর্দ্ধিত হইবে। আবার শস্যের চড়া দামের সময় উহা বিক্রয় করিয়া এক সাধারণ ফাণ্ডে (Fund) টাকা জমা রাখিতে পারা যায়।

৪। খায়েরুন্নেছা বিবি ফাতেমার বিবাহ-উপলক্ষে মাত্র চলিত মুদ্রার ২॥০ টাকা অথবা ১০ দেরেম মোহরাণা ছিল কিন্তু আমরা এতই শরীফ এবং ছৈয়দ সাজিয়াছি যে পাঁচ শত টাকার গহনা হাজার টাকার মোহরানা দুইশত টাকার ফৌজদারী বা (বর যাত্রীর খাওয়ার খরচ) ছাড়া আমাদের কন্যারত্নের বিবাহ হইবে না। ইহা ত সাধারণ ঘরের কথা। বড় বড় বাড়ীতে যাহা লওয়া হয় তাহা কল্পনা করিতে ও শরীর রোমাঞ্চিত হইতে হয়। শরীফ ভাইগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? মুসলমান ধর্ম্মে ছরওয়ারে কায়েনাত হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহান সৈয়দ, লোক মান্য শরীফ এবং আরবের বুলবুল হজরতের হৃদয়মণি বিবি ফাতেমা জোহেরা হইতে কোন স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠা হইতে পারে কি? যিনি প্রকৃত মুসলমান তিনি নিশ্চয় এক বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য যে কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ হইবার

উপযুক্ত নয়, তবে ভাইগণ পতিত সমাজকে আরও দীন করিবার জন্য, দরিদ্র মুসলমানকে আর ও ফকির করিবার জন্য দুই একজন সঙ্গতিপন্ন মুসলমান কে পথের কাঙ্গাল সাজাইবার জন্য আমাদের এত বাড়া বাড়ি কেন ? অনেক সময় দেখা যায় ছেলের পিতা বড় ঘরে সম্বন্ধ করিবার সাধে আপন সম্যক সম্পত্তি রেহেন দিয়া এক আনা সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া দুইশত টাকার স্থলে স্বকীয় যশ বিস্তার মানসে ৩০০৲ তিন শত টাকা খরচ করিয়া শুভ কাজটি সম্পন্ন করিয়াদেন। ফলে অচিরেই দেনার দায়ে সম্পত্তিটি নিলাম হয়। পেটের দায়ে পাঁচশত টাকার অলঙ্কার অভাবরূপ নদীর খরস্রোতে ভাসিয়া যায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বর পাত্রীর দুবেলা আহার জুটে না। তখন আমাদের শরীফত্ব কোথায় যায় ? এই বিষময় কুসংস্কার দুরীকরণার্থে ভাই মুসলমানগণ তোমাদের মন একবার ও কি

আন্দোলিত হয় না ? তরুণ ভাইগণ তোমাদের চপল রুধির একবারও কি নাচিয়া উঠে না ?

৫। কচি কচি ছেলে মেয়েগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আরবী বাংলা ইংরাজী এই তিনটী ভাষা সমভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, এই তিন ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান জন্মিলে তারপর এই যুগের অভাব দৈন্যের প্রবলঝটিকায় অভিজ্ঞ কর্ণধার সাজিয়া তরঙ্গায়িত পাথারে হাল ঠিক রাখিবার জন্য ইতিহাস ভূগোল চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞান ব্যবসা বানিজ্য বিষয়ক **নিক্কমাবলী** শিক্ষা দিতে হইবে।

৬। কর্ম্মঠ স্বচ্ছল ফকিরদিগকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কেননা তাহাতে সমাজে অভাব ও পাপ কার্য্যের সাহায্য করা হয়। প্রথমতঃ তাহাদিগকে সৎ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মিষ্ট কথায় উপদেশ দিবে। যদি তাহাতে তাহারা ঠিক না হয় তবে দান বন্ধ করিবে এবং সমাজচ্যুত করিয়া শাস্তি দিবে।

আমার মোছলমান ভাইরা ভুলিয়া যান যে নিজের হাতে কাজ করিয়া খাওয়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য আর কিছুই নহে হজরত মায়াদি করবের পুত্র মেক্‌দাম হজরত মোঃ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। "পৃথিবীতে যে নিজের হাতে কাজ করিয়া খায় তাহার অপেক্ষা পবিত্র খাদ্য আর কাহারও নহে। বিশেষতঃ হজরত দাউদ (আঃ) নিজের হাতে উপার্জ্জিত অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন বোখারীতে এই হাদীশটি বর্ণিত আছে। (**মেস্কাত সরিফ**) হজরত অনেছ (রা) হজরত মোঃ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিতে-ছেন একদা আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতের নিকট কিছু সাহায্য চায় তখন হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাড়ীতে কি কিছুই নাই ?" লোকটি উত্তর করিল "হাঁ আমার বাড়ীতে আমার একখানা কম্বল আছে তাহার এক অংশ আমি মাটিতে বিছাইয়া অপর অংশ দ্বারা শরীর

আবৃত করি ; আর আমার নিকট একটি বাটী আছে উহা দ্বারা আমি জল পান করি।" হজরত সেই জিনিস দুইটী আনাইয়া লইলেন অতঃপর হজরত তাহা আপন হাতে লইয়া উপস্থিত লোকগনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেহকি এই জিনিষগুলি ক্রয় করিবে ?"

তখন একব্যক্তি বলিয়া উঠিল আমি "এক দের-হেমের বিনিময়ে ক্রয় করিতে চাই তখন হজরত বলিলেন ইহার চেয়ে বেশী দেওয়ার জন্য কেহ আছে কি ? তখন একব্যক্তি উত্তর করিল "আমি দুই দেরহাম দিতে প্রস্তুত আছি।" তখন তাহাকে প্রদান করিয়া দেরহাম দুইটি লইয়া আনছারিকে দিয়া বলিলেন তুমি ইহা হইতে একটি দেরহাম দ্বারা কিছু খাদ্য ক্রয় করিয়া নিজের পরিবারকে দাও আর একটি দেরহাম দ্বারা একখানা কুড়হালি ক্রয় করিয়া আন তিনি তাহা আনিলে হজরত নিজ হাতে তাহাতে

একখানা বাঁট লাগাইয়া দিয়া বলিলেন জঙ্গলে যাইয়া কাষ্ঠ কটিয়া বাজারে বিক্রয় কর আর তোমাকে আমি পুনঃ দেখিতে চাইনা, সেই ব্যক্তি হজরতের উপদেশানুযায়ী কাঠ কাটিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর যখন তাহার দশদেরহাম জমা হইল সে হজরতের নিকট আসিল এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী স্বচ্ছন্দে কাপড় ও আহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিল। তখন হজরত বলিলেন ভিক্ষা বৃত্তি হইতে তোমার এই ব্যবসা শ্রেষ্ট এই হাদিসটি আবু দাউদ ও এবনে মাজা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। **"মেসকাত শরীফ"**।

৭। চলঃ শক্তি হীন, অনাথ, এতিম বালক দিগকে যথা সাধ্য সাহায্য করিবার জন্য সপ্তাহে এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, শুক্রবার হইলে বিশেষ ভাল হয়। **উপযুক্ত** লোককে সাহায্য না করিলে অন্যায় হয়৽কেন না খোদাতালা বলিয়াছেন

فاما اليتيم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر

অনাথ বালক বালিকাদিগকে কষ্ট দিওনা এবং দান হীন ভিক্ষুককে যন্ত্রনা দিওনা ”।

৮। গ্রামের নীচমনা অত্যাচারী সর্দ্দারের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে অনুরোধ করিবে যেন সকলের সহিত সৎ আচরণ করে। যদি তাহাতে সে কর্ণ পাত না করে সকলে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখিবে। ইহাতে “মেও ধরিবে কে” এই ভাবে ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না, মনে করিবে সেও তোমাদের মত মানুষ, তখন দেখিতে পাইবে তোমাদের সম্মিলিত একতার সম্মুখে তাহার দুর্দ্দমনীয় পাশব অত্যাচার তৃণ খণ্ডের ন্যায় উড়িয়া যাইবে।

৯। বেনামাজী ধর্ম্ম দ্রোহী লোকদিগকে ধর্ম্মের বিধানানুযায়ী কার্য্য করিতে উপদেশ দিবে। অকৃত-কার্য্য হইলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিবে।

রসুল মকবুল দৃপ্ত কণ্ঠে আদেশ দিয়াছেন—

* تارك الصلوة ملعون لا تجالس معهم الخ *

বেনামজী খোদার এবং সর্ব্ব জীবের অভিসপ্ত তাহাদের সহিত মিল জুল রাখিওনা, পক্ষান্তরে খোদা একজন খারাপ লোককে শাস্তি দিতে যাইয়া তাহার সঙ্গীয় অনেক ভাল লোককেও শাস্তি দিয়া থাকেন।

১০। পুরুষের স্থায় মেয়ে লোকেরও বিদ্যা-শিক্ষা ফরজ। তাই মেয়েলোক দিগকেও শত চেষ্টা প্রয়োগে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইবে। পক্ষান্তরে শিক্ষিতা মেয়েদের হাতে আমাদের সমাজের খুটি নাটি অনেক বিষয় এবং এক কথায় সমাজের আভ্যন্তরীন উন্নতিও শ্রীবৃদ্ধি সম্যকরূপে নির্ভর করে। কয়েক বাড়ীতে একটি মেয়ে শিক্ষিতা থাকিলে তিনি অনায়াসে তাঁহার নিরক্ষর ভগ্নিদিগকে অবসর সময় নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, আরকান, আহকাম কোরাণ পাঠ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া সমাজের মহা উন্নতি সাধন করিতে

পারেন। বিশেষতঃ অশিক্ষিতা রমনী হইতে আমরা কখনও চরিত্রবান, মেধাবী, কর্ম্মঠ, ধার্ম্মিক সন্তানের আশা করিতে পারি না। যেমন সার ছৈয়দের মাতা যদি শিক্ষিতা না হইতেন তবে ভাবী জীবনে তিনি এত উন্নত হইয়া আলিগড় মোস্লেম বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কর্ম্মবীর সওকত মোহম্মদ আলির মাতা শিক্ষীতা না হইলে তাঁহাদের জীবনের স্রোত হয়ত ভিন্ন মুখী হইত। অহমদ নগরের চাঁদ সুলতানা শিক্ষিতা না হইলে বিশ্ববীজয়ী আকবরের প্রবল আক্রমনের মুখে কখনও তিষ্টিয়া থাকিতে পারিতেন না, আর কত দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দিব। অতএব স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন সমাজের অনিবার্য্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পিতামাতার চরিত্রের উপরই ভাবি ছেলেমেয়ের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে এমতাবস্থায় যদি কেবল পিতা শিক্ষিত হন এবং মাতা অশিক্ষিতা থাকেন তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমানসময়

অনেকস্থলেই দেখিতেছি সেইরূপ Unequal Com bination এর ফলে দামপত্যজীবণ কখনও সুখের হয়না। স্বামী স্ত্রীতে অহরহ মনমালিন্য লাগিয়াই আছে সেই বিষাদের নগ্নমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহার ভবিষ্যৎ কত আশাপ্রদ তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার বলেন সুসন্তান লাভের জন্য প্রত্যেক মাতা পিতারই নৈতিক উন্নতি সাধন করা উচিত। ভাবী সন্তানের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে প্রতিভা বিস্তারের বাসনা থাকিলে পিতা মাতা তাহাদের ধর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। পিতা মাতা প্রত্যেক দিনের চিন্তায় কথায় ও কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত যোগ রাখিয়া জীবন যাপণ করিবেন। প্রত্যেক কার্য্যেই মনের একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের অর্থ এই যে, পিতা মাতা প্রত্যহ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং পবিত্রতা লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন।

মনুষ্যজীবন আনন্দ ও সুখময় ইহাই সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। জীবনের পবিত্রতার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। পিতা মাতা একান্ত যত্নসহকারে এই সমস্ত সদগুণ লাভ করিতে চেষ্টা করিলে ভাবী সন্তানের আত্মাতে ও ঐ সকল সদগুণ অলক্ষিত ভাবে সঞ্চারিত হইবে। আর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন কুম্ভকার যেমন মাটী দ্বারা ইচ্ছামত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, মাতা ও সেইরূপ সন্তানকে ইচ্ছামত গঠীত ও চরিত্রবান করিতে পারেন। সুন্দর সন্তান আকাঙ্ক্ষা করিলে কোন রমণীয় দৃশ্য দর্শন করতঃ গর্ভিনীকে তাহার রূপধ্যান করিতে হয়। আন্তরিক আগ্রহের সহিত সেইরূপ সুন্দর সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল হইলে অন্তরে তাহা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। সুতরাং ভাবী সন্তানের শরীর ও সুন্দর ভাবে গঠিত হয়।

সন্তানকে সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুন করিতে ইচ্ছা

করিলে মাতাকে গর্ভাবস্থায় গীত বাদ্যে বিশেষ অনুরাগ দেখাইতে হইবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় সন্তানকে পারদর্শী করিতে চাহিলে মাতাকেও গর্ভাবস্থায় নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়। ধর্ম্ম পরায়নও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করিতে হইবে, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে এবং মনে প্রাণে সেইরূপ সন্তানেরজন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেহইবে, অশিক্ষিতা মাতা দ্বারা কি কখনও এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন হয় ? অবশ্য যাঁহারা সন্তান ভাল হওয়া খারাপ হওয়ার ভার অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া বসিয়া থাকিতে চান তাঁহাদের জন্য বলিবার কিছুই নাই।

কিন্তু তাঁহাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে কেবল তকদিরের দিকে চাহিয়া থাকিলে হইবে না খোদাতালা সকলকে কার্য্য করিবার ও ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে

তক্‌দির সিন্দুকের তালার ন্যায় আর মানবের চেষ্টা চাবি ; সুতরাং চেষ্টারূপ চাবির সাহার্য্যেই তক্‌দির রূপ সিন্দুক হইতে শুভাশুভ বাহির করা যায়।

১১। হিন্দু খৃষ্ট ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় দেশ বিদেশে ইসলাম মিশনের সৃষ্টি করিয়া প্রচার কার্য্যের প্রবর্ত্তন করা বিশেষ দরকার। সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক বিধর্ম্মীর প্রাণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসিতে সতত ব্যাকুল থাকে। তবে কি উপযুক্ত প্রচারক ও সাহায্যের অভাবে অনেক মানব নাস্তি-কতার গাঢ় তিমিরে ডুবিয়া রহিয়াছে। আমরা মধ্যে মধ্যে যে কয়েক জন মুসলমান হইতে দেখিতে পাই তাহারা ইসলামের বাহ্য দৃশ্যে মোহিত হইয়া (ایمان فطری) স্বাভাবিক ইমানের জোড়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়। প্রচারক দ্বারা ইস্‌লামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য শত আভায় ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে দলে দলে কত লোক মুসলমান হইত সন্দেহ নাই।

১২। অন্যান্য সমাজের লোকের ন্যায় আমাদের অলস ভাইগনের সুপ্তপ্রাণে আশার আলোক ফুটাইয়া কার্য্যে লিপ্ত করিতে হইবে। সাধারতনঃ দেখা যায় কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ স্থল বিশেষে কেহবা ধানের চাষ অথবা কেহবা পাটের চাষে ২।৩ মাস কার্য্য করিয়া ইহার ফসলের আশায় নির্ভর করিয়া বৎসরের বাকী ৭।৮ মাস অনর্থক অলসতার ক্রোড়ে অমূল্য জীবন কাটাইয়া দেয়। ইহাও মুসলমান সমাজের দীনতার প্রবল কারণ, এই দুর্দ্দিনে তাহা করিলে চলিবে না। ফসল বপন এবং কাটার সময় বাদ দিয়া বৎসরের বাকী সময় টুকু তাঁহারা কোনও একটি ব্যবসায়ে কাটাইলে নিজের দীনতা দূর হইয়া স্বচ্ছলতা দেখা দিবে এবং সমাজেরও মহা উন্নতি সাধিত হইবে, অন্য সমাজের লোকেরা এই সুনিয়মটুকু প্রতিবাক্যে পালন করে বলিয়া তাহারা আজ জগতে এত উন্নত।

১৩। পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ দূর করিতে হইবে আমরা খোদার বাক্য ভুলিয়াছি তিনি বলিয়াছেন।

كل مسلمون اخوة

"প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই" আমরা এইবাক্য টীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন নচেৎ আমরা আজ অনর্থক শেখ সৈয়দ আশরাফের দাবী করিয়া দারিদ্র ভাই গণকে এত ঘৃনা করি কেন ?

انا لله و انا اليه راجعون

"আময়া খোদার নিকট হইতে আসিয়াছি, আবার আমাদের শেষ গতি তাঁহার দিকে" এই সমস্ত সৎ-উপদেশে কি আমাদের ভ্রম দূর হয় না ? পৃথিবীতে আসিবার সময় ও খুব দরিদ্র ভাবে খালি হাতে আসা হইয়াছে। যাওয়ার কালে মহা প্রতাপান্বিত বিশ্ব বিজয়ী সেকান্দরের ন্যায় জগতকে খালিহাত দেখাইতে দেখাইতে চির প্রস্থান করিতে হইবে। তখন রাজা

প্রজা, ধণী দরিদ্র আশরাফ আতরাফ প্রভেদ থাকিবেনা। সব জল বুদ বুদ প্রায় এক নিমেষে কোন্ অজানা **পাথারে** মিশিয়া যাইবে। স্থতরাং দুই দিনের তরে এত অহঙ্কার কেন? এই সব হিত বাণীতে কি আমাদের অহঙ্কার সৌধ ধ্বসিয়া পড়েনা?

১৪। বাল্যকাল হইতেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে ইস্‌লামের জাতীয় ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। তখন ইতিহাসরূপ দর্পনের মধ্যদিয়া আমাদের স্থদূর অতীতের স্বরূপ ভাসিয়া উঠিবে। তখন আমাদের সুপ্ত প্রাণে জাতীয় ভাব ফুটিয়া উঠিবে। আমরা দেখিতে পাইব ছেলেমেয়েগণ বিশ্ব বিজয়ী মানব সিংহগণের নামের স্থলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত আবুবকর সিদ্দিক হজরত আকরামা, হজরত হামজা হজরত হাসন হোসেন, মোসলেম, কাসেম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের নাম

বলিয়া যাইতেছে। খোদা ভক্ত সাধকগণের নামের স্থলে হজরত খাজা খিজির, হজরত আবদুল কাদের জিলানী, বিবি রাবেয়া সোলতান বায়েজীদ বোস্তামী নিজাম উদ্দিন, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (রাঃ) আরও শত শত ইসলাম তাপসগণের নাম; তাহাদের ধারা বাহিক ইতিহাস বলিয়া যাইতেছে বীর পুরুশগণের নামের স্থলে নেপোলিয়ান বোনা-পার্টি নেলসন, আলেক জেন্দার, পুরু, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে হজরত ওমর, হজরত আলী, খালেদ এবনে অলীদ, মুছা তারেক খাওলা মোসলেম ও আলী আকবর কাসেম এবনে হাসেন, বাবর, জাহাঙ্গীর, সেকেন্দার, আকবরশাহা, মোহাম্মদ বিন কাসেম, টিপু সুলতান প্রভৃতি মোস্‌লেম বীরগণের নাম অনর্গল বলিয়া যাইতেছে।

কবিগণের নামের স্থলে হোমার, মাইকেল মধু সোধন, হেম চন্দ্র, সেকস পিয়ারের পরিবর্ত্তে সেখসাদী,

জালাল উদ্দিন রুমি, ওমর খাইয়ামি, হাসান এবনে ছাবেত, কবি হাফেজ আবুল আতাহিয়া, মোতনব্বী হালী, একবাল নেজামী প্রভৃতি লুপ্ত রত্নগণের নাম বলিয়া যাইবে, বিদূষি সাধ্বীরমনীগণের নামের স্থলে বিবি আয়েসা, বিবি ফাতেমা, বিবি মরিয়ম, স্বামীগতপ্রাণ বিবি রহিমা, ধর্ম্মগত প্রাণ বিবি আছিয়া, বিবি রাবেয়া বিদূষী জেবুন্নিসা, জাঁহানারা গুলবদন, রেজিয়া, নুর জাহান, চাঁদ সুলতানা, প্রভৃতি কত মোসলেম রমনীর নাম আউড়াইয়া যাইবে, আরও তন্ময় হইয়া দেখিবে ইতিহাসের মধ্যে দিয়া তোমার কত শত২ সুপ্ত স্মৃতি লুপ্ত গৌরব ভাসিয়া উঠিতেছে তখন তোমার শিরায়২ অতীত মোসলেম বীর গণের তপ্তরুধির জীবন মূর্ত্তিতে নাচিয়া উঠিবে। তোমার প্রাণ নূতন বলে পূর্ণশক্তিতে মাতিয়া উঠিবে ইতিহাসের কোলে দোল খাইতে২ তুমি মানুষ হইয়া যাইবে। তাই ইতিহাস চর্চ্চা তোমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

১৫। তোমাকে সাহিত্য চর্চ্চা করিতে হইবে। সাহিত্য জাতির মেরুদণ্ড, জাতির উন্নতি অবনতির হিসাব সুখ দুঃখের সংবাদ সাহিত্যের মাপ কাঠিতে ওজন হয়। সুপ্ত জাতিকে জাগাইতে সাহিত্য বিশেষ কার্য্যকরী, নিজের জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া নিতে হইবে। ধার করা জিনিষ দিয়া কেহ কখনও বড় হইতে পারে না। কচিতরুণ, জাতীয় মোসলেম লেখক-গণকে উৎসাহ দিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে কাজ করিতে চান এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা সেই প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণও করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত চালকের অভাবে তাঁহারা পঙ্গু হইয়া রহিয়াছেন, সাহিত্যের সেবা করিতে হইলে জাতীয় সংবাদ পত্রের গ্রাহক হইতে হইবে, দুঃখের বিষয় আমরা এতই সরল যে জাতীয় কাগজের ছায়া ও মাড়াইতে চাই না, অথচ পর জাতীয় মোস্‌লেম বিদ্বেষী লেখক-গণের গালাগালি পরিপূর্ণ সুধারাশি অম্লান বদনে

গলাধঃকরণ করিতে সতত প্রস্তুত। কিন্তু বিধর্ম্মীরা মুসলমানের কাগজকেও অস্পর্শ বলিয়া মনে করে দুঃখের বিষয় ইহাতেও আমাদের চক্ষু ফুটেনা। পরিতাপের বিষয় উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে আমাদের কত শ্রেষ্ঠ লেখক নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে অক্ষম। মুসলমান পত্রিকাগুলি সুন্দরভাবে বাহির হইয়া দৈন্যের করাল গ্রাসে পড়িয়া অচিরেই দুনিয়া হইতে গায়েব হইয়া যায়। যেমন সওগাত, মোস্‌লেম জগত, নবনূর, কোহিনূর, মুকুল, সাধনা, সহচর, মোসাফির, তরুণপত্র, আরও কত নাম করিব।

অতএব মোস্‌লেম ভাইগণ উপযুক্ত সাহায্য কর উৎসাহ দাও, একান্ত না পারিলে দুইটী মিষ্টি কথা বলিয়া লেখককে সান্তনা দাও, তরুণ সঙ্ঘ গঠন কর। দেখিবে তোমাদের মধ্য হইতে কত কবি মহা কবি দলে ২ বাহির হইতেছে তখন কবির সুরে আমরাও সুর মিলাইয়া বলিব।

অসংখ্য রতন রাজি
উজল বিমল
অগাধ সাগর গর্ভে রয়েছে বিলীনে
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে।

তাই পতিত জাতিকে উন্নত করিতে হইলে (১৬) সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করা দরকার। সামাজিক জীবনে পাশ্চাত্য কৃত্রিম ভাব রাশির আমদানী না করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বকার সহজ সরলপথ ধরিতে হইবে। সহজ ভাবে জীবন যাপনের প্রধান আদর্শ পুরুষ ছিলেন নূরনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরও কত শত মহাপুরুষগণ তাহাতে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব একটুকুও কমিয়াছিল না। বরং তাঁহাদের সরলতা ও মানবতার নিকট মানবের উচ্চ মস্তক ভক্তিতে নোঁাইয়া পড়িত। আজ যে দেশ নায়ক মহাত্মা গান্ধীর জপমালা "খদ্দর" ও স্বরাজ আগমনীর

অগ্রদূত হইয়াছে চরকা তাহা পণর শত বৎসর পূর্ব্বকার সরল সত্য পথের পথিক আরব রবির অনুকরণ মাত্র। তাই বলি যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া দাবী করেন ভারতবাসী বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহারা কি প্রকারে বিদেশী জাকাল বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া দেশ মাতার বুকের রক্ত বিদেশে পাঠাইয়া সমাজের দীনতা বাড়াইতেছেন। ইহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। (১৭) প্রত্যেক গ্রামে নিয়মিত ওয়াজ নছিহত করিয়া লোকগণকে সৎপথে আনয়নের জন্য সুশীক্ষিত ওয়ায়েজ নিযুক্ত করা দরকার সাধারণ চাঁদা দ্বারা মোহম্মদী, মোসলেম জগতের ন্যায় একটি জাতীয় সংবাদ পত্র পড়িয়া ঘরের বাহিরের সব খবর সর্ব্বসাধারণকে জানান আবশ্যক।

অবশ্য আমরা এই কাজটি শুক্রবারে জুম্মার নামাজের সময় এমামগণ হইতে আশা করিতে

পারিতাম কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা অনেকেই মনে করেন খোতবা (বক্তৃতা) মাতৃভাষায় অজ্ঞ গ্রাম-বাসীকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহাদের শরাফতের লাঘব হইবে। খোতবার বাংলা অর্থ হইয়াছে বক্তৃতা ; যদি আমি আরব অথবা ইউরোপে যাইয়া বাংলাতে বক্তৃতা দিতে থাকি তখন বোধ হয় আমাকে (lunatic Assylam) পাগলা গারদে যাইতে হইবে। আর যদি আমি ঢাকায় আসিয়া চট্টগ্রামের ভাষায় বক্তৃতা দিতে থাকি তবে আমার ধর্ম্মকাহিনী কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তাই যেই যেই দেশের লোক যেই ভাষায় কথা বলে সুখদুঃখ প্রকাশ করে এমন কি রাত্রে যেই ভাষায় স্বপ্ন দেখে সেই দেশে সেই ভাষায় বক্তৃতা না দিলে লোকের মন কখনও টলে না কেননা তাহা স্বভাবের নিয়ম ; স্বভাবের নিয়ম উলটাইতে গেলেই লোকের অসুবিধা সেই অসুবিধার মধ্যেই তার অমঙ্গল সেই অমঙ্গলের ভিতর দিয়াই

তার সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসে, তার অধপতন অনিবার্য্য। সেইজন্যই বোধহয় খোদাতালা বলিয়াছেন –

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم
رسول من انفسهم الخ *

"খোদাতালা মানব গনকে তাঁহাদের নিজ জাতীয় লোক হইতে রসূল প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন সেই রসূলগণ তাঁহাদিগকে খোদাতালার বাণী পাঠ করিয়া শুনান—তাহাদিগকে পাপ হইতে শুদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে নানারূপ কৌশল শিক্ষা দেন।" মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া এই মহৎ উদ্দেশ্য কখন ও সাধিত হয় না। যদি আমাদের রসুল করিমের জনম আরবে না হইয়া ভারতে হইত তবে নিশ্চয় কোরাণ ও ভারতের প্রচলিত ভাষাতে অবতীর্ণ হইত।

যাহা হউক আমার খাতিব্ ভাইরা ভুলিয়া যান যে

খোতবার উদ্দেশ্য কি। ইহার প্রথম ভাগের উদ্দেশ্য হইয়াছে অজ্ঞ মোছলেমকে ধর্ম্ম বিষয় উপদেশ দেওয়া আর দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য খোদার গুণ কীর্ত্তন রসুল করিম (দঃ) ও অন্যান্য নবী (আঃ) গণের উপর দরুদ সম্মান প্রদর্শন, এবং বর্ত্তমান যুগের খলিফা ও খেলাফতের মঙ্গল কামনা। তাঁহারা স্বপ্নে ও মনে করেন না যে খোতবার উদ্দেশ্য সাঁপুড়িয়ার মোহ যন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র আওড়ান নয়। সত্য বলিতে কি অনেক খতিব আরবীর অর্থ ও বুঝেন না তাই বাংলাতে বুঝাইয়া দিতে রাজী নন। অর্থ না করিয়া কেবল আরবী মতন মাত্র পড়িয়া খোতবা পড়া আরব দেশের জন্য কেন না তাদের মাতৃভাষা আরবী খতিব কেবল মতন পড়িয়া গেলেই সর্ব্বসাধারণ খোতবার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে সেই নিয়ম খাটে না। হয়ত আমার এই যুক্তিতে আলেম ভাইগণ আমার উপর রাগে অগ্নি

শর্ম্মা হইতে পারেন কিন্তু আমার উদ্দেশ্য, ইহা নয় যে আলেমকে ঘৃনা করা বা আরবী ভাষায় খোতবা না পড়া আরবী না পড়িলে কোরাণের ভাষাকে অমান্য করা হয় রসূলের হাদীশকে অমান্য করা হয় তাহার হাদীসে আছে

"তিন কারণে তোমরা (আরবকে) আরবী ভাষাকে ভালবাসি ও (১) আমি আরবী লোক (২) তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে (৩) পর জগতে বেহেস্তে সর্ব্ব লোকের সাধারণ কথা আরবী হইবে।" বিশেষতঃ আরবী ভাষায় যত লালিত্য মাধুর্য্য আছে অন্য ভাষায় তাহা বিরল তবে সেই লালিত্য গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের কয়জন বাঙ্গালীর রসনা মার্জ্জিত। তাই বলি আরবীতে খোতবা পড়িয়া মাতৃ ভাষাতে তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে খোতবার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। নতুবা ইহার

উদ্দেশ্য খতিব সাহেবদের মুখে আর ছাপার কাগজেই থাকিয়া যাইবে বাস্তব জগতে তার কোনও সুফল দেখার ভাগ্য বঙ্গীয় মোছলেমের হইবে না। জানিনা খোদার কোন্ মঙ্গল মুহুর্ত্তে বঙ্গীয় মোছলেমের এই অভাব দূর হইবে।

উপসংহার।

জান কি মুসলমান আজ কেন তোমার এত দুর্দ্দশা? জাতির মুক্তির একমাত্র উপায় ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্ম ভুলিয়াছ। তোমার বিশ্ব বিজয়ী ধর্ম্মবীর জগত পূজ্য পুরুষ সিংহ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন "আল্লাহু আকবর" আল্লাহ একাই কেবল সত্য মহান! সেই মহান ও সত্যের করুণার ছায়াতলে সম্মিলিত হইয়া সমস্ত

মুসলমানকে এক যোগে একই প্রেরণায় কার্য্য করিতে হইবে। আজ মুসলমান হজরতের পূত বাণী ভুলিয়া গিয়াছে। সে ঘৃন্য দলাদলি; ব্যক্তি গত স্বার্থ লইয়া এমনই বিব্রত যে ধর্ম্মের ডাক শুনিবার অবসর তাহার হয়না। নইলে একদিন যাঁহারা আফ্রিকার মরুভূমে সুদূর স্পেনের বক্ষে গোয়াডাল কুইভারের মরু সৈকতে মধ্য এসিয়ার পল্লী নগরে ইউরোপের শৈল সঙ্কটে নদ নদী বারিধি বেলায় আপনাদের অপূর্ব্ব বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল, আরব সাগরের আন্দোলিত বারি রাশি মথিত করিয়া গর্জ্জন মুখর সুগভীর আটলাণ্টিকের নীলিম বক্ষ প্রকম্পিত করিয়া যাঁহাদের মন্ত্র বাণী আল্লাহু আকবর ঝঙ্কৃত করিয়াছিল যাহাদের বিজয় কেতন আকাশ বাতাশ ভেদ করিয়া পত ২ মৃদু গভীর গম্ভীরে উড়িতে ছিল আজ সে বাদসার জাতি এত হীন এত নির্জ্জীব কেন? ইহার একমাত্র কারণ ধর্ম্মে অনাস্থা।

আজ নব বসন্তের পুন্য রমজান চাঁদের মুক্ত কিরণ তলে দাঁড়ায়ে হে মুসলমান! তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি এস তোমার ধর্ম্মের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে উন্নতি অবনতির সন্ধি স্থলে দাঁড়ায়ে একবার মিলিত কণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া বল "আল্লাহু আকবর" আর যাহার হৃদয় পশুর অত্যাচারের তীব্র আঘাতে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার ভগ্ন হৃদয় লইয়া অগ্রসর হও। আর এই দৈন্যের কণ্টকময় পথে চলিতে চলিতে যাহার চরণ রুধিরাক্ত হইয়া গিয়াছে সেও রক্তাক্ত কলেবরে, নূতন জাগরণে সাড়া দিয়ে এস মোস্‌লেম জননীর জীর্ণ শীর্ণ রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া যাহার উচ্চ হৃদয়ের উচ্চ আশাকে নৈরাশ্যের গাঢ় মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সেও নূতন জাগরণে দ্রুত এস। ফল কথায় তুমি নিঃস্ব হও, ভিখারী হও, বাদশাহ হও. সাধু হও, দরবেশ হও, ছাত্র হও, উকিল হও, মোক্তার হও, তরুণ হও, বৃদ্ধ হও, যেই মুসল-

মান যেখানে আছ ধর্ম্মের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এস অগ্রসর হই ; সাধনা করি দুই এক দিনের সাময়িক উত্তেজনাবলে জোর গলায় বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কোনও জাতি জাগরিত হইতে পারে না হইলে ও তাহা ক্ষণস্থায়ী। তাই জাতিকে উন্নতির দিকে চালাইতে হইলে সব মানুষকে সাধনা করিতে হইবে যুগে যুগে তাহার প্রাণে সঞ্জিবনী শক্তি দিতে হইবে তবে যে জাতি জীবিত হইবে তাহার জীবনী শক্তির ক্ষয় হইবে না। এক দিনে যদি জাতির অবনতি হয় তবে তার উন্নতি করিতে দশ দিনের দর কার মানুষ যেমন এক দিনে জ্ঞানী হয় না বালক যেমন একদিনে যুবক হয় না, যুবক যেমন একদিনে আত্মজয়ী হয় না ; ক্রমাগত সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করে ; আজ একস্তর কাল আর একস্তর এইরূপ স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া মানুষ মণির খনিতে উপনীত হয়। তারপর অমূল্য রত্ন

লাভ করিয়া সফল মনোরথ হয় জাতির পক্ষে ও তাই। অতএব জাতিকে ও জীবনী শক্তি দেওয়ার জন্য চল সাধনা করি অগ্রসর হই। অগ্রসর হওয়াই জাতীয় জীবনের উন্নতির লক্ষণ এই লক্ষণ যেই জাতীর মধ্যে আছে সেই জাতির উন্নতি না হইয়া পারেনা। দুই দিনে হউক, দুই বৎসরে হউক, দশ দিনে হউক, দশ বৎসরে হউক, শতাব্দার পরে হউক, এক দিন না একদিন সে উঠিবেই, বিশ্ব খোদার বর মাল্য কোন এক কল্যান মুহূর্ত্তে তাহাকে বিজয়ীর সাজে সাজাইবেই। হে জগত পাতা তোমার হস্তে সমস্ত শক্তি নিহিত, এই দুঃসময়ে আমার নিরুপায় স্বদেশীকে তোমার অপার মহিমা বলে তাহাদের নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া মোছলমানদের সাহায্য কর পৃথিবীতে তোমার ঈপ্সিত ইছলামের সম্মান বজায় রাখ মোছল মানকে অভ্যুত্থানের শক্তি দাও। এস ভ্রাতৃগণ বিদায় মুহূর্ত্তে একবার প্রাণ ভরিয়া মিলিত কণ্ঠে জাতীয়

সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ধর্ম্মের কল্যাণে লাগিয়া পড়ি।

توحید کی امانت سینون مین ہے ہمارے
اسان نہین مٹانا نام و نشان ہمارا
تیغون کے سائے مین ہم پلکر جوان ہوئے ہین
خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا

তৌহিদের পুণ্যবাণী দিলে গাঁথা যার
মুছাতে কি পারে কভু শৌর্য্য বীর্য্য তার ?
জখমের মধ্যদিয়া বাঁচিয়াছি মোরা
খনজর হেলাল মোদের জাতীয় নিশানা।
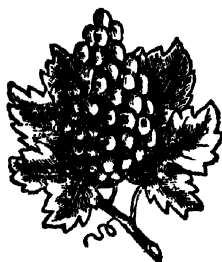
বহুদর্শী মোহাম্মদ দঃ

بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

(قصيدة البردة)

খুসির খবর মোছলেমের তরে—
উৎসব তাদের ; প্রতি ঘরে ঘরে—
আশিষ বাণীতব হেনবী আরবের—
বহিয়া আনিবে ধারা যুগযুগান্তের।
নিরাশ তীব্রাঘাতে প্রাণযবে ঢুলে পড়ে
আশার জ্যোতিঃ তব হৃদয় দীপ্ত করে॥

অনেক বিধর্ম্মী উচ্চকণ্ঠে ইসলাম ধর্ম্মের উপর একটি দোষারোপ করেন যে কলাবিদ্যার উৎসাহ না দিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের নিকট একটি সুনিপুণ বিদ্যা পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, আর তাঁহারা বলেন যে মোহাম্মদ (দঃ) ছবি চিত্র প্রভৃতির উৎসাহ দেওয়াত দূরের কথা বরং বাধা দিয়া কলা বিদ্যার হানি করিয়াছেন "Art for art's sake" যে একটি কথা আছে তাহা ইস্‌লাম ধর্ম্মে প্রচলন নাই।

এই দাবীর উত্তরে আমি দুই একটি কথা বলিয়া এবং উক্ত কথার যথার্থ্য সম্যক প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহা প্রমান করিতে চেষ্টা করিব যে দূরদর্শী মোহাম্মদ (দঃ) কি জন্য ছবি, চিত্র উঠাইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন এবং উহার বহুল প্রচারে জগতের কতদূর ক্ষতি হওয়ার সম্ভব এবং মানবের মনুষ্যত্বই বা কতদূর নষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ দেখ্‌তে হবে যে হজরত সব রকমের চিত্রের বিরোধী ছিলেন না কেন? তিনি জীব জন্তু এবং

মনুষ্য ছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি গাছ লতা পাতার ছবি উঠাইতে নিষেধ করেন নাই কেন? ইহার মূল তত্ত্বানু সন্ধান দ্বারা আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারি যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি এবং সেই বিষয় চিন্তা করিলে সাধারণতঃ মানবের মন বহির্জগতের দিকে ছুটিয়া যায় এবং বহু তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া খোদার কার্য্য নিপুণতা উপলব্ধি করা যায়; তজ্জন্যই তিনি কোরাণে উক্তরূপ বলি- য়াছেন। তাই কবি গাহিয়াছেন।

برگ درختان سبزے در نظرے هوشیار
هر ورق دفتر است معرفت کردیگار
(سعدی)

সবুজ পাতার গায়ে হিরন্ম অক্ষরে
উপদেশ লিখা আছে ভাবুকের তরে
শাখা শাখি লতা পাতা দেখ মন দিয়া
মানস নয়ন তব যাইবে খুলিয়া

শ্যামল পাতা পত্র ফোট্‌ছে বাগে যত
জ্ঞানের দপ্তর তারা জানিবে নিশ্চিত

তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বিষয় চিন্তা করিলে মনে কখনও কলুষিতভাব আসেনা। মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়ারও কোন আশঙ্কা থাকেনা। তাই এই প্রকার কলা বিদ্যাতে তিনি বাধা দেন নাই।

দ্বিতীয় প্রকার কলা বিদ্যার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ নর নারী জীব জন্তুর ছবি উঠান বা প্রস্তর গাত্রে মনুষ্য মূর্ত্তি খোদাইয়া রাখা এবং হাতের উপর প্রেমিক প্রেমিকার ছবি আঁকিয়া রাখা। এই সমস্যাটির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখ্‌তে হবে যে লোক কি উদ্দেশ্যে ছবি উঠাইয়া থাকে। এবং প্রথমতঃ কোন সময় হইতে ইহার সৃষ্টি হয়।

আবহমান কাল হইতেই শয়তান হইয়াছে, মানবের আদি শত্রু, তাই সুবিধা পাইলেই মানবকে

বিপদ গামী করে এবং ইহাই তার ধর্ম্ম। এক এক যুগে যখন এক এক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নবী আসিয়া মানবকে ধর্ম্মের বানী শুনাইয়া যাইতে লাগিলেন তখন শয়তানের ও রাগের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। সে চায় মানবকে বিপদে চালিত করিতে একমাত্র খোদার উপাসনা ভুলাইয়া কল্পিত দেব দেবীর পূজা করাইতে, এইভাবে সর্ব্ব যুগেই শয়তান নবী গণের পিছু পিছু থাকিয়া অবসর মত মানবকে বিবেক বিহীন করিয়া ধোকা দিতে থাকে। অবশেষে যখন হজরত মুসা (আঃ) তুর পর্ব্বতে তৌরিত কেতাব আনিতে যান তখন শয়তান আসিয়া মানবকে ভুলাইয়া গো শাবক পূজা করিতে প্রবৃত্ত করে। হজরত মুছা ফিরিয়া অনেক হা হুতাশ করিলেন। মানবগণকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু বিশেষ কিছু সুফল সমুৎপাদিত হইল না কেননা ধর্ম্মবানী অবিশ্বাসীর নিকট সব সময়ই তিক্ত। এই স্থানেই

গো উপাসনার সূত্রপাত হয়।

তারপর আরবের পুরাতন যুগের ইতিহাসে দেখা যায় যখন ইমানের হিমাইট বংশীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট ইউসুফ জুনোয়াজ ইহুদি ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক ইহুদী হইয়া পড়ে। নেজ-রান ও বাইরানের খৃষ্টান মিশনারী দিগের প্ররোচনায় অনেক লোক হজরত ইছার (আঃ) ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর কতকগুলি লোক ইচ্ছানুযায়ী এক একটি নক্ষত্র উপাসনা করিতে থাকে, বাকী অল্প কত জন হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের ধর্ম্মে থাকিয়া কাবাতে উপাসনা করিত। যখন তাহাদের বংশধর গণের মাত্রা খুব বাড়িয়া গেল তখন আরবে আর তাহাদের বাসস্থানের সঙ্কুলন হইল না তাহারা বাধ্য হইয়া দেশ বিদেশে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় শয়তান এক মহাসুযোগ পাইল ; সে বিদেশ গামী লোক দিগকে বলিতে লাগিল তোমরা পবিত্র

কাবাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তোমরা এক কাজ করিলে তোমাদের পবিত্রতা রক্ষা হইবে। তাহারা বলিল কি করিতে হইবে। শয়তান বলিল তোমরা প্রত্যেকে কাবা গৃহে এক এক খণ্ড প্রস্তর সঙ্গে লইয়া যাও তাহা হইলে তোমরা যেখানেই যাও না কেন পবিত্র প্রস্তর খণ্ড পূজা করিও, তবে তোমাদের ধর্ম্ম কাজ সুসম্পন্ন হইবে। তখন তাহারা দেখিল ইহা ত বেশ সমীচীন যুক্তিই বটে। তখন প্রত্যেকে কাবা গৃহের এক এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া চলিয়া গেল। আর বিদেশে যাইয়া বসতি স্থান নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রস্তর পূজা করিতে লাগিল। এই প্রকারে মূর্ত্তি পূজা আরম্ভ হইল। কোন ২ ঐতিহাসিকদের মতে আমরের পুত্র লোহাই তাহার বিদেশ ভ্রমণ কালে এক খণ্ড প্রস্তর কুড়াইয়া আনিয়া কাবা মন্দিরে স্থাপন করিয়া নিরাকার খোদার পরিবর্ত্তে

সাকার খোদা রূপে উপাসনা করিতে লাগিল এবং তাহার এই নূতন আবিষ্কৃত খোদার উপাসনা করিবার জন্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলে তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাহার খোদার উপাসনা করিতে লাগিল। আবার যখন লোকের মনে আত্ম অহঙ্কার আসিল তখন প্রত্যেক দল ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তর মূর্ত্তি গড়িয়া নিজ নিজ বংশের খোদা বানাইয়া লইল; আবার প্রত্যেক দল নানারূপ মূল্যবান কারু কার্য্যে আপন আপন খোদাকে বিভূষিত করিয়া অন্যের গঠিত খোদা হইতে অত্যধিক সৌন্দর্য্যশালী করিতে লাগিল। এই ভাবেই নানা রূপে নানা ভাবে প্রস্তর কাটিয়া মাটী দিয়া মূর্ত্তি বানাইয়া তাহাদের খোদার বংশে কাবা গৃহ ভরপূর করিয়া ফেলিল। তারপর যখন মানব উন্নতি করিতে করিতে কাগজ কলমের ব্যবহার শিখিল তখন তাহাদের খোদাকে চব্বিশ ঘণ্টা পকেটে পুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিবার জন্য সেই সেই

প্রস্তর মূর্ত্তির ফটো উঠাইতে লাগিল। তুলিকায় আঁকিয়া দেব দেবীর ছবি উঠাইতে লাগিল। আবার কেহ কেহ ঈশ্বর ভক্তিতেই সন্তুষ্ট রহিল না। পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য দেব দেবীর সহিত পিতা মাতার ছবি উঠাইয়া তাহাদিগকে পূজা করিতে লাগিল। আবার কাহার ও কাহার ও মন ইহাতে ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। তখন প্রিয় জনের ছবি উঠাইয়া তাহাদিগকে ও চব্বিশ ঘণ্টা নয়ন পথে রাখিয়া পরাণ-ছোঁয়া ফুল রাশি দিয়া পূজা করিতে লাগিল। এই ভাবেই একমাত্র সর্ব্ব মঙ্গল কারণ, সর্ব্ব পাপ বিনাশন, সর্ব্ব গুণে গুণবান সর্ব্ব ক্ষমতায় মহীয়ান খোদাকে ভুলিয়া লোকে কেহ বা প্রস্তর মূর্ত্তির কেহবা অঙ্কিত ছবির কেহবা প্রিয় বস্তুর উপাসনায় কায়মনোবাক্যে তৎপর হইল, এবং এইরূপে আমাদের সর্ব্বনাশী কলা শিল্পার উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিল।

মানবের স্বভাব সাধারণতঃ বড় দুর্ব্বল ; দশ জনে যাহা করে তাহা ভাল হউক কি মন্দ হউক তাহা অনুকরণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই মানব ইচ্ছা করে। যখন হজরত সূক্ষ্ম দর্শিতা ও বহু দর্শিতা গুণে বেশ দেখিতে পাইলেন যে যদি ইসলাম প্রচারের পরে ও এই শিল্পের প্রচলন রাখা হয় তবে মানবের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার ফলে সুযোগ পাইলেই তাহারা পূর্ব্ব পুরুষদের কথা স্মরণ করতঃ একমাত্র খোদাকে ভুলিয়া আবার সেই মূর্ত্তি পূজা আরম্ভ করিয়া দিবে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যখন কোন ব্যক্তি চিকিৎসকের উপদেশানুযায়ী ধূম পান ছাড়িয়া দেয় আবার যখন বহু বর্ষ পরে ও তাহার নিকট কোন ব্যক্তি ধূম পান করিতে থাকে তখন তাহার মন ধূম পানের জন্য বিচলিত হইয়া পরে। এই দুর্ব্বলতার জন্যই বোধ হয় হজরত ওমর (রাঃ) বায়েতুর রেদওআন নামক স্থানের বৃক্ষটি কাটাইয়া ফেলিয়া ছিলেন।

কেন না হজরতের মৃত্যুর পর মোসলেম গণ বৃক্ষটিকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিতেছিল। মানব চরিত্রের এই সব দুর্ব্বলতার জন্য মানব সহজেই আবার মূর্ত্তি উপাসক হওয়ার সম্ভব এই ভয়ে বহুদর্শি মোহাম্মদ (দঃ) এই প্রকার অবৈধ শিল্পের বাধা দিয়াছিলেন। মানবাত্মাকে শুদ্ধি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই Spiritualist এর উন্নতির পথে materialist এর কিছু ক্ষতি হয় তাহা সাম্প্রদায়িক accident বই আর কিছুই নয়।

বিপক্ষীয় ভাইদের মতানুযায়ী যে যে কলা বিদ্যার প্রচলন আছে তাহা দ্বারা যে দেশ কত দূর সমৃদ্ধি শালী হইতেছে, সমাজ নায়কগণ তাহা একবার তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা কর্‌বেন কি? সেই কলা বিদ্যার ফলে এখন দেখিতেছি শত শত Bioscope, cinema Picture house এর আমদানী হইতেছে এবং দেশের লোককে ফকির করিবার মায়া কল,

রূপে উহা বিলাসিতার সম্ভার যোগাইতেছে। কেবল ইহাই নয় এর ভিতর দিয়ে আবার দেশের সমাজের তরুন যুবকদের মনুষ্যত্ব হানিও সম্পাদিত হইতেছে। তাদের মনে অপবিত্র, কলুষিত ভাবের চাক্ষুষ ভাব অাঁকিয়া দিতেছে। এমন কি আমাদের চঞ্চল প্রকৃতি কোমলমতি বালক বালিকা গণ ও Bioscope এ যাইয়া সর্ব্বনাশের পথে যাইতে বসিয়াছে। এই প্রকারে কলা বিদ্যার সাহায্যে আমাদের দেশ সমাজ সর্ব্ব নাশের দিকে অহরহ ধাবিত হইতেছে। সঙ্কোচ আবরু, লজ্জা হারাইয়া মানবতার নামে আমরা কলঙ্ক রটাইতেছি। দিন দিন আপাত মধুর সুখের মোহে ধ্বংশের মুখে নিমজ্জিত হইতেছি।

সুখের বিষয় বিপক্ষীয় ভাইরা ও অনেকে আজ ইহার অনিষ্টের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, তাই জার্ম্মান প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে Biosco-pe cinema দ্বয়ো দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা নষ্ট

হইতেছে, এবং পবিত্র সংসার ধর্ম্মের বৈধ প্রেমের চিত্র সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে দেখাইয়া অবৈধ নীতি মর্ম্ম ঘাতী শেলরূপে প্রকটিত হইতেছে এমন কি যাহা দ্বারা ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলের সাম্‌নে প্রিয় প্রিয়ার কোলাকোলি আলিঙ্গন প্রভৃতি জঘন্য চিত্র দেখাইয়া মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয় দিতেছে সেই রূপ শিল্পি কলার আমরা পক্ষপাতী নই। যাহা হউক তেরশত বৎসর পূর্ব্বের মোহাম্মদ (দঃ) এর বাণী আজ বিধর্ম্মির মুখ দিয়া ও স্বীকৃত হইতে চলিল।

মানব চরিত্র যে কতদূর নিম্নগামী হইতে পারে আমরা এই চিত্রের সাহায্যে তাহার অনেকটা উপলব্ধি করিতেছি। অনেক পুস্তকে দেখিতে পাই চিত্রকর একখানা নগ্ন ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। পাঠক পাঠিকা নিজ নিজ কলুষিত ভাবগুলি পেন্সিলের দাগে ছবিখানার গায়ে রঞ্জিত করিয়া-দিতেছেন। এর চেয়েও লজ্জা[illegible]র কার্য্য করিয়া

এবং প্রকৃত মনুষত্ব হারাইয়া মানব আর কত অধঃ-পতনে যাইতে পারে তাহা সুধীজনের চিন্তার বিষয়।

কোন কোন ভাই প্রতিবাদ করে বল্‌তে পারেন যে Bioscope cinemaতে অনেক বীর পুরুষের জীবনী রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া মানবকে ইহাই শিখান হয় যে হে মানব তুমি বীর পুরুষ হও, উন্নতি কর। অলসতা ছেড়ে অগ্রসর হও। কিন্তু যদি কোন মনস্বী এক মাস Bioscopeএর বিজ্ঞাপন জমাইয়া রাখেন তবে শত করা ২।৩ খানা বিজ্ঞাপন বীর পুরুষের জীবনী আলোচনার বিষয় পাইবেন; বাকী সবগুলি জাতীকে নব্য তরুণ তরুনীকে, কচি কচি ছেলে মেয়েকে, সর্ব্বনাশের দিকে টেনে নেওয়ার চিত্র হইয়া দাড়াইবে। যখন এই বিদ্যার কল্যাণে আমাদের এত অবনতি হইতেছে এমতাবস্থায় ও কি কোনও বিধর্ম্মী ভাই বলিবেন যে ছবি চিত্রের বাধা দিয়া দুরদর্শী মোহাম্মদ (দঃ) অন্যায় কার্য্য করিয়া-

ছেন? কখনই নয়। ঘরে মানব চিত্র লট্‌কাইয়া রাখিলে অনুগ্রহের স্বর্গীয় দূত সেইঘরে প্রবেশ করেন না এই মহাবানী প্রচার করিয়া তিনি মোছলেম সমাজের ও সারা জগতের বহুল মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এবিষয়ে অনুমাত্রাও সন্দেহ নাই। নতুবা সমাজ আরও দ্রুত গতিতে সর্ব্বনাশের দিকে ধাবিত হইত।

তাই বলি বহুদর্শী মোহাম্মদ (দঃ) আপনিই ধন্য! ধন্য আপনার সূক্ষ্মদর্শীতা ধন্য আপনার মানব প্রীতি।

সাধের বাসর।

(এক)

ভাই-ছোবহান ;

তুমি আমার উপর বড়ই রাগ করেছ, রাগ করবার কারণ ও বটে বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ দিতে পারি নাই। এতদিন পরে অভিমান ত্যাগ করে কৈফিয়ৎ চেয়েছ। তাই তোমাকে সব কথা বলতে চেষ্টা করছি হুবহু নিজের ঘটনা না লিখে একটী প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে একটু নিবিষ্ট চিত্তে যদি এই প্রবন্ধটি পাঠ করো তাহা হইলে ইহাতে তোমার সকল প্রশ্নের জবাব পাইবে বলিয়া আশা করি :—

নদীর জল যখন কূলে কূলে ভরিয়া উঠে তখন যেমন সর্ব্বদা দুকূলের তটভূমি ভাসাইয়া বহির্গত হইবার চেষ্টায় থাকে সেই প্রকার মানবের মন যখন ব্যথা, বেদনায় ভরপূর হইয়া যায় তখন উহা অন্যের

নিকট প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত হৃদয়ের অভ্যন্তরীন বেদনা আরও শত গুণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উহা তুষানলের ন্যায় রহিয়া রহিয়া ধীরে ধীরে জ্বলিতে জ্বলিতে প্রাণের সরস অংশ গুলিকে ভস্মে পরিণত করে। তাই লোকে স্বকীয় অশ্লীল অপ কর্ম্মের বিষয় ও জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। না করিয়া সে পারে না তার তপ্ত প্রাণে শান্তি আসে না তাই অনেকে শৈশবে চপলতা বশতঃ ও কৈশোরে রিপুর তাড়নায় অনেক কুৎসিত কার্য্য করিয়া পরে পরিতাপের মহা প্রেরণায় উহার সম্যক প্রকাশ করিরা যায়। মনের বেদনা প্রকাশ করিলে প্রাণে শান্তি আসে এবং মনে হয় যেন হৃদয় হইতে একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তাই এনসাণ্ট মেরিনার (Ancient Mariner) প্রভৃতি মনস্বা গণ যথায় তথায় যাকে তাকে পথে ধরিয়া নিজের অতীত জীবনের নীরস কাহিনী সুরু করিয়া

দিতেন। ইহাতে বক্তার প্রাণে যে কি শান্তি আসে তাহা ভুক্ত ভোগী মাত্রই ধারণা করিতে পারেন। অন্যের নিকট একটা খাম খেয়ালী অথবা পাগলের প্রলাপের ন্যায়, বোধ হইবে।

একটি ঘটনা হইতে আমার এই ধারনাটি আরও প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রায় মাসাধিক কাল হইতে প্রায় ৭০ বৎসরের একজন অবসর প্রাপ্ত প্রফেসার প্রত্যহ চারিটার পর করোনেসান্ (corona-tion) পার্কে আসিয়া অনর্গল নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের কোন ও প্রকার ঠিক নাই। কেবা কাহারা শুনিতেছেন সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। তিনি বলেন আমি প্রায় ৬০।৭০ বৎসরের বৃদ্ধ আমি জীবণে অনেক দেখিয়াছি, শিখিয়াছি তাই আমার মত অভিজ্ঞ হইতে আপনাদের আর ও অনেক বৎসরের দরকার। আমি যাহা বলি তাহা প্রাণে গাঁথিয়া রাখুন তবে আপনাদের

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের পরিশ্রম বাচিয়া যাইবে। আমার বক্তৃতায় স্বার্থের লেশ মাত্র ও নাই। আপনা দিগকে কিছু শিখাইয়া যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

কিন্তু লোকটাকে কেহবা পাগল কেহবা অর্দ্ধ পাগল কেহবা বিজ্ঞ ব্যক্তি নানা জনে নানা মত দিয়া নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইতেছে তাহাতে বৃদ্ধের কিছু আসে যায় না। তিনি বলেন "আমি এই শীতের দিনে ও প্রাণের উত্তেজনায় ঘরে বসিয়া থাকিতে পারি না তাই আপনাদের সমীপে আসিয়া মনের ভাব প্রকাশ করি ইহাতেই আমার শান্তি ইহাই আমার কর্ম্ম ক্লান্ত জীবণের বিশ্রাম"।

প্রাণের এই প্রেরণা কম নয় ইহার ফলে অনেক কিছু বাহির হইয়া পরে যেমন গোলাম মোস্তফা সাহেবের ভাঙ্গা বুক; কাজী নজরুলের ব্যাথার দান; চন্দ্র শেখরের উদ্ভ্রান্ত প্রেম; কবি কায়কোবাদের অশ্রু মালা; কুমুদ বাবুর তরীহেতা বাঁধনাক; কবি

রবীন্দ্র নাথের সোণার তরী।

এই গুলি তাঁহাদের ব্যথিত প্রাণের ভগ্নস্থানের এক একটী দাগ স্বরূপ বাহির হইয়া অনেক পাঠককে হাসাইতেছে কাঁদাইতেছে, অনেক ভাবুককে ভাব-রসে ভাসাইতেছে ডুবাইতেছে, তাই বলি এই প্রাণের ব্যথার দাম কম নয়। ইহার আঘাতে অনেক কিছু বাহির হইয়া পড়ে যাহা সাধারণ মানবের অন্তস্থল হইতে বাহির হয় না।

উদ্ভ্রান্তের ন্যায় কতকি লিখিতেছি সিদ্ধান্তে আসিতে পারিতেছি না কতকি ভাবিতেছি তার অনেক কম ভাষায় ফুটাইতে পারিতেছি। তখন জানিতে পারি নাই কোন্ এক অমঙ্গল মুহূর্ত্তে ইদের ছুটিতে দেশে গিয়াছিলাম; তখন বুঝিতে পারি নাই কোন্ এক অশুভ প্রেরণায় বাড়ী হইতে এক পত্র পাইয়া বাড়ী গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখি আমার ভাবি জীবনের ...র ধ্রুবতারা; হৃদ বাগানের কুসুম পারিজাত;

স্নেহের আধার কামনার ধন সাজেদার পরিবর্ত্তে তার ছোট বোন শফিয়ার পরিণয়ের বিষয় ঠিক্ করিয়া থাকা থাকি দিন ধার্য্য করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য এই কথা সেই সময় জানিতে পারি নাই তহো হইলে সেই সময়ই আত্মহত্যা অথবা তার পরের ট্রেইনেই প্রত্যাবর্ত্তন এইরূপ কিছু করিতে হইত যাক তাহার পরে আমার যে মাথা মুণ্ড কিছু হইল যদিও তাহা লিখনীতে আসিতেছে না তথাপি প্রবন্ধের খাতিরে জোর জবর দস্তি করিয়া পাঠক পাঠিকার খেদমতে হাজির করিতে হইতেছে। যাঁহাদের অপার দয়ায় পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে দিনগুলি নিশ্চিন্তে কাটাইয়া দিতেছি সেই পরম গুরু মাতা পিতার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

কয়েক জন গ্রাম্য বন্ধু আসিয়া বলিল, চিন্তা করিবার কি আছে ? মেয়েলোক হইল পায়ের জুতা। যখন নাপছন্দ হইবে দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেই হইল"। তখন তাহাদের যুক্তি পূর্ণ কথা গুলি বেশ

আমার মনের মাঝে খাপ খাইয়া গেল, বিশেষতঃ পিতা মাতার ঐকান্তিক বাসনা। তাই শিক্ষিত হইয়া ও যেন এক প্রকার বন্য পশুতে পরিণত হইয়া গেলাম। তখন হতবুদ্ধি হইয়া বুঝিতে পারিয়া ছিলাম না জুতাটা ফেলিয়া দেওয়া, কথায় বলিতে যত সহজ কাজের বেলায় তত নয়। বিশেষতঃ উহাদ্বারা সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী একটি কচি বালিকার ভবিষ্যৎ জীবণ অন্ধকার করিয়া তাহার জীবনের মঞ্জুরিত আশা লতিকা সমুলে বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়।

যথা সময়ে বিবাহ বাসরে যাইয়া মুসলমানধর্ম্মানুযায়ী দুই একটি মন্ত্র আওড়াইয়া বিষাদ মালা গলে পরিলাম। তারপর ? তারপর আর কি ? আস্তে আস্তে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তাহার পর হইতে বেশ টের পাইলাম কেন এত দিন অহঙ্কার করিয়া বলিতাম "নিজের ইচ্ছানুযায়ী দশ ঘর দেখে শুনে রশুল কারমের উপদেশ মত বেশ শিক্ষিতা একটি মেয়েকে বর্ত্তমান

শিক্ষিত সমাজের রুচি অনুযায়ী নিজের জীবনের সাথী করিয়া নিব। কিন্তু কোথা হইতে এক অজানা শক্তি আসিয়া আমার চিরদিনের পুষিত অহঙ্কার এবং বাসনাকে চির তরে ধূলিসাৎ করিয়া আমার ভাবি জীবনকে নৈরাশ্য এবং হা হুতাসের সাহারা মরু করিয়া দিল। তাইত বলে "মানুষ ভাবে এক হয় আর"। এই প্রকারেই মানুষ সংসার রঙ্গমঞ্চে এই ধরনের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া কত জনের জীবনের গতি সহসা কতদিকে বদলাইয়া যায়। অনেকের জীবনের দুর্দ্দমনীয় উত্তম সহসা থামিয়া যায়। ইহাতেই অনেকের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির বাসনা অবনতির আবছায়ায় ঢাকিয়া যায়। তাই বলি, শিক্ষিত সমাজ ; আর ধোকা খেয়োনা। সাধ করিয়া বিষাদের মালা গলায় পরিও না। সংসারে টাকা পয়সা ধন দৌলত পর ঐশ্বর্য্যের চিন্তা ছাড়িয়া নিজের ঐকান্তিক বাসনানুযায়ী একজন পথের কাঙ্গালের মেয়েকে

বিবাহ করিতে দ্বিধা বোধ করিও না। তাহাতে তোমার জীবনে সুখ হইবে; উহা যে হৃদয়ের ধন, বাসনার কুড়ান মানিক। ঐ ধূলিকনায় দারিদ্রের আবর্জনায় তোমার স্পর্শমণি লুপ্ত রহিয়াছে। সাধে অশান্তির হার গলায় পর'না। বংশ মর্য্যাদায় কি করিবে, যদি তোমার প্রাণে শান্তি না হয়। তোমার উজ্জ্বল জীবন যে ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া অশান্তির এবং গৃহ বিবাদের গাঢ় মেঘে ঢাকিয়া যাইবে।

(দুই)

সেই দিনে এক বন্ধুর সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলাম. তিনি সাধারণ লোক নন একজন জমিদারের পুত্র, মনে করিয়াছিলাম তাঁহার সাহচর্য্যে বেশ দুই দিন শান্তিতে থাকিব। কেননা তিনিত আর আমার মত ভাঙ্গা বুক নিয়া ফিরিতেছেন না। যখন তাঁহার কোন বিষয়ের অভাব নাই তখন তাঁহার

জীবন কতই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরিতে চির বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বহিয়া যাইতেছে।

কিন্তু হায়, একি! রাত্রি দ্বিপ্রহরে যখন তিনি সহসা প্রদীপ জ্বালিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন "আমি চললুম" তখন আমিত একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম, তিনি কি বলিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইবেন? তখন তিনি বলিলেন "যথায় ইচ্ছা তথায় যাইব তাতে আপনার প্রয়োজন কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সম্মুখের নদী খানা পার করিয়া দিয়া আসুন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার বেদনা লিপ্ত মুখের পাশ দিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তখন আমার সুখের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। মনের ভুল ধারণা সন্দেহের এক ঝপটা হাওয়ায় কোন সুদূরে উড়িয়া গেল। তখন তাঁহাকে মিনতি সহকারে বলিলাম "ভাই! শান্ত

হউন আপনার ব্যবহার আমার নিকট সব প্রহেলিকা-ময় বোধ হইতেছে মিনতি করি একবার আপনার অবস্থাটুকু সবিস্তারীত বলুন তখন তিনি এক মর্ম্মদাহী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি এখন থাকিতে পারি যদি আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার অতীত কাহিনী শুনিতে রাজি হন। অথচ আমার নিরস কাহিনী বলিয়া আপনার প্রাণের শান্তি নষ্ট করিতে চাইনা"।

তখন আমার উৎসাহের মাত্রা এতই বাড়িয়া গেল যে শয্যা ত্যাগ করিয়া একেবারে উন্মুক্ত আকাশ তলে যাইয়া দুই বন্ধু শান্তি দায়িনী বঙ্গ মাতার উর্ব্বর মাটির উপর বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিতে লাগিলাম। বন্ধু বলিলেন ভাই! "আমার জীবন মহা অশান্তিতে পূর্ণ। অতি শৈশবে যখন একবার ছুটিতে বাড়ীতে আসি তখন এক আত্মীয়া তাঁহার আদরের ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে

আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল "জেবুন্নিসা" সকলে আদর করে তাকে ডাকত 'জেবা'। মাকে জিজ্ঞাস ক'রে জা'নলাম 'জেবা' আমার দূর সম্পর্কীয়া মামত ভগ্নি। ছোট হইতে বাবার সহিত বাসা বাড়ীতে থাকি বলিয়া তাহাদের কোন খোজ খবর জানি না। জেবা আমা হইতে তিন, চারি বৎসরের ছোট হইবে। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ফুট ফুটে কচি মেয়েটি তাহার শারিরীক সৌন্দর্য্য অন্যের চোক্ষে যেমনই লাগুক না কেন আমার নিকট প্রথম দৃশ্যেই বোধ হচ্ছিল যেন জেবুন্নিসা একদিন প্রকৃত পক্ষে রূপে গুণে জেবুন্নিসা (রমনী কুল ভূষণ) হইবে।

থাক তারপর সেই দিন হইতেই যেন জেবা আমার কচি হৃদয়ের সব স্নেহ, ভালবাসা, আদর সোহাগ এক চেটিয়া অধিকার করিয়া বসিল। যদি ও দুই চারি দিনের জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম, তথাপি নুতন

সঙ্গীনিটিকে পাইয়া সারা ছুটিটি বাড়ীতে কাটাইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে সহরে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর হইতে সুদীর্ঘ পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে কতবার দুপুরের ধূধূ রোধকে উপেক্ষা করিয়া বাদল দিনে ঝঞ্ঝা, বিজলীকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কত বাধা বিপত্তি পায়ে ঠেলিয়া আমার সেই জেবকে দেখিতে গিয়াছি। জেবের উপযুক্ত সহচর হওয়ার জন্য কোন দিন বা একটা পর্য্যন্ত পাঠ তৈরি করিয়া ক্লাশের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। অতঃপর বহু পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বিশ টাকার বৃত্তি নিয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া, এক দৌড়ে গিয়া সর্ব্বপ্রথম জেবকে সেই সুখবরটা দিয়া প্রাণে কত শান্তি পাইয়াছি। সেই দিনকার জেবের এক মুখ উচ্চ হাসি এবং প্রশংসা বাদ আজও হৃদয়ে বাজিতেছে।

তার পর সকলের স্নেহ আশীর্ব্বাদ নিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নিজ কর্ত্তব্যে মন দিয়াছি

সহসা সেই দিন কলেজ থে'কে ফি'রে আসিয়া দেখি টেবিলের উপড় গোলাপী রংএর এক খানা লেপাফা পত্র, এক নিমেষে খাম্ খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগি-লাম। পত্র খানি দিয়াছে এক ঘনিষ্ট বন্ধু তার বিবাহের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে। তাতে লিখা রয়েছে

স্নেহের কাদের !

আজ কতই আনন্দের সহিত তোমাকে জানাইতেছি যে তোমার মামাত ভগ্নি জেবের সহিত আমার শুভ বিবাহের দিন ঠিক হইয়াছে পত্র পাওয়া মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়ী এস। তোমার সহিত পূর্ব্বেরও বন্ধুতা আছে এখন আরও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইবে এর চেয়ে আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে ?

তোমার স্নেহের "কাসেম"

পত্র পড়িয়া মাটিতে শুইয়াপড়িয়াছিলাম তার

পর জানিতে পারি নাই কখন বাবা আসিয়া ডাক্তার আনাইয়া আমায় সচেতন করিয়াছিলেন। এই মাত্র টের করিতে পারিয়াছিলাম যখন আমার জ্ঞান হইয়াছিল তখণ পাশের ঘড়িতে ঠন্ ঠন্ করিয়া বারটা বাজিতেছিল।

তার পর দিন অতি সকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাসা থেকে বেরিয়ে পড়্'লাম বাড়ী যাই নাই ভয় করিয়া বন্ধুর এবং সার্থের জেবের বিবাহে কোন ও বাধা পড়িবে। আরও মহা ভয় ছিল না জানি সহসা একটা খুনি কাণ্ড ঘটিয়া বসে। সেই দিন হইতে লিখ' পড়া ইস্তাফা দিয়ে আজ ছয় সাত বৎসর যাবৎ ভবঘূরের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিতেছি আর শপথ করছি জীবনে বিবাহ করিব না। এর পর সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল ভাই! "আর না ঐ অদূরে প্রভাত আলো দেখা দিয়াছে আমি আমার অজানা অভিসারে যাই কত দিন গেল আশা

হীন! উদ্দেশ্য হীন মাতালের ন্যায় কত দেশ বিদেশ, ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধু অসাধু দেখিলাম কিন্তু কোথায়ও আর শান্তি পাইলাম না। লক্ষ্যহীন বান্ধবহীন, জীবন অকূল সাগরে ভাসাইয়া, নিজেও অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছি। জানিনা এ মহাযাত্রার শেষ কোন খানে আছে কিনা। কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতই অসীম গগণবর্ত্মে ঘুরিয়া বেড়াইব আর কখনও চির বন্দীর ন্যায় কেন্দ্রে যাইতে চাহিনা। কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি একেবারে সোজা নদী সাঁতার কেটে অদৃশ্য হইয়া গেলেন একবারও পিছ দিকে আমার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম হায়! কত জন আমার মত ব্যথার ডালি—অস্থি চর্ম্মের আবরণে হৃদয়ের গভীর তম প্রদেশে মানবের শত চক্ষুর অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখিয়াছে। বাহ্য দৃশ্যে তাহা টের পাওয়ার যো একেবারেই নাই।

(তিন)

তার পর ভাঙ্গা বুকের ভিতর অসহনীয় ব্যাথা বেদনা নিয়ে যে বিদেশে আসিয়াছিলাম আজ আবার দুই বৎসর পরে মায়ের অপার স্নেহের টানে পড়িয়া বাড়ী আসিতে হইল। প্রবল বাসনা আর হৃদয়ের নানা মুখী তোল পার ভাব নিয়ে মায়ের উছলে পড়া স্নেহ পারাবারে আপনাকে ডুবাইয়া দিবার জন্যে দেশে আসিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর কর্ম্ম-কোলাহল ময় সহরের এক ঘেয়ে জীবন কাটাইয়া দেশে ফিরে প্রথম কয়েক দিন বেশ শান্তি অনুভব করিতে ছিলাম। হঠাৎ আর এক দিন মা আমায় বললেন "দেখনা বাবা একবার বধু মাকে দেখে এসনা কবে দুই বৎসর আগে একবার এসে বিবাহ করে চলে গে'ছ আর তার খোঁজ খবর নাই তারকি একটু সংবাদও লওয়া যায় না সেই নিরপরাধিনী কঁচি মেয়েটী তোমার এমন কি দোষ করেছে যে একেবারে

ঘোর বিষাদে ডুবিয়ে রেখেছ। তখন আমার কত কি পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এই দুই বৎসরে কত ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া সেই জীর্ণ বাঁধনটির বাঁধ এক প্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছিল। আজ আবার মায়ের কথায় সব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আমার শারদ স্নিগ্ধ হৃদ আকাশের এক কোণ দিয়া যেন চির বিষাদের এক খণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া উঠিল। মায়ের এবং আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পর দিন দুই বৎসরের পুরাণ অভিসারে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। যথা রীতি আদর সমাদরের পর যথাসময়ে এক নির্জ্জন বাসরে বাসব দত্তার শুভা গমন হইল। অবশ্য এক হাত লম্বা ঘোমটার আড়াল দিয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গ উত্তম রূপে কাপড় জড়িয়ে জড়সড় ভাবে সাধারণতঃ শীতকালে আশি বৎসরের বুড়ো মানুষ অথবা ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত রোগীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে।

বলা বাহুল্য ১৪৪ ধারার আইন প্রথমতঃ আমাকেই ভগ্ন করিতে হইল।

তারপর অস্পষ্ট স্বরে অনতিদীর্ঘ কথাবার্ত্তা হয়ে ছিল। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্বৃত করা গেল কেননা সেই বিষয়টিই বর্ত্তমান সময়কার শিক্ষিত যুবকদের জীবনের উন্নতি অবনতির সন্ধিস্থল হয়ে দাড়িয়েছে। আমাদের আলাপের মর্ম্ম এইরূপ ছিল ঃ—

আপনি লেখা পড়া কি জানেন ?

জবাব আসিল "কিছুই না"।

"কেন মিছে কথা বলিতেছেন সেই দিন আপনার মামাত ভাইজান বলিলেন আপনি খুব শিক্ষিতা বাড়ীতে মাষ্টার, মৌলবী রাখিয়া আপনাকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে"।

"অনেকটা সত্য আমি কিছু আরবী জানি, কোরাণ পড়তে পারি নামাজ জানি।

অরুণ আলো।

"বাঙ্গালা কিছু পড়েন নাই"?

আমাদের গ্রামে কোনও মেয়েও বাংলা জানে া মৌলবিবরা বলেন বাংলা ইংরেজি পড়ে মেয়ে চিঠি লেখলে আর গল্পের বই পড়তে পারলে খারাপ হইয়া যায়। আর তাহার দরকারও বা কি? তারাত পুরুষ মানুষের মত আর চাকুরী করিতে যাইবে না?

"কেন চাকুরীর জন্যই কি কেবল লেখাপড়া শিখতে হয়? হাদিস শরীফে আছে যে চাকুরীর উদ্দেশ্যে লেখা পড়া শিখে সে বেহেস্তের ঘ্রাণ পাইবেনা"। অতএব লেখা পড়া শিখা চাকুরীর জন্য নয় খোদাকে চিনিবার জন্য চাকুরী হইয়াছে জীবন ধারণের একটি উপায় মাত্র নিজকে জানা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

"ওসব আপনারা নূতন শিক্ষিতদের খেয়াল; মৌলবিব গণের কথা ঠেলিয়া বাংলা পড়িলে উহাদের বদ দোয়া লাগিবে"।

তখন আমার আর বুঝিবার বাকী রহিল না যে

আশৈশব কলপতুলিকায় যেই সব মনোরম ছবি আঁকিতেছিলাম সেই সব একমূহুর্ত্তে ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম একখানি বালিকা স্কুল খুলিয়া তাহার সাহায্যে গ্রামের মেয়েদিগকে শিক্ষিতা করিব। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মেয়েদিগকে নামাজ রোজা ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষা দিব আরও কত কাজে তাহা হইতে সাহায্য পাইব। কিন্তু এখন দেখি সব ধারণা মিথ্যা হইতে চলিল সেই দিক্ দিয়ে আমি সারাজীবন পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। কবির বাণী মনে পড়িল—

ভেঙ্গে গেছে মোর সোণার স্বপন
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।

এই সব চিন্তা মনে আসিয়া মনের অবস্থা বড়ই খারাপ করিয়া তুলিল, মনে হইল জীবনে যার আকাঙ্ক্ষা যত বেশী থাকে সে সেই অনুপাতে তত বিফল মনোরথ হয়। আর বসিবার ইচ্ছা হইল না

আর একটি কথা বলাও যেন কষ্টকর হইয়া পড়িল. তাই একবার কাপড়ের স্তূপটির প্রতি শেষ নজর ফেলে একদম সোজাসোজি বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলাম। দোস্ত আস্‌না অনেক হাসি তামাসা করিয়া ছিল আমি কেবল 'হাঁ, না কিছু উত্তর দিতে ছিলাম তাহারা স্বপ্নেও মনে করিতে পারিতে ছিল না যে তাহাদের সেই হাসি বিদ্রূপের আঘাতে আমার পাঁজরের হাড়গুলি মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তার পরদিন সকলের চক্ষুর অগোচরে প্রভাত কাকলীর সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিদেশের যাত্রী।

আজ অশান্তির বোঝা এড়াইবার তিনটি প্রশস্ত পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি প্রথমটি দ্বারা অবশ্য নিরপরাধিনী বালিকার ভাবি জীবনের সর্ব্বনাশ করিয়া পাতকী হইতে চাই না। আর দুইটি এখনও খোলা আছে একটি মৃত্যু; অপরটি স্বেচ্ছাকৃত দ্বিতীয় বাঁধন।

জানিনা খোদা কোনমুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ের আশা

পূর্ণ করিয়া জীবনের বোঝা হাল্কা করিবেন। আর ৭রে এই মহাসমস্যাপূর্ণ বিষয়টির প্রতি অভিভাবক দিগের শুভ দৃষ্টি পতিত হইয়া ভারতের নবীন তরুণ-দলের আশাও উন্নতির পথে নৈরাশ্য এবং (unequal) combination) অযোগ্য সম্মিলনের ভুলঙ্গনার প্রচারকে ধূলিসাত করিয়া দিবে। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া যদি পার আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা করিও।

তোমার—

"বাহার"

সবুজ ওড়না

(এক)

মুজিব সবে মাত্র সিভিলিয়ান হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, রক্তরাগ রঞ্জিত বিলাতী ছাপটুকু বেশ ভূষায় ফুঠিয়া উঠিতেছে, নূতন পরিচয়ে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার কোন যো নাই। বৃদ্ধ জমিদার

বাহারুদ্দিন ছাহেব খুব পরহেজগার ধার্ম্মিক লোক ধর্ম্ম কাজে বড়ই মুক্ত হস্ত বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ, গ্রামবাসী আসিয়া প্রায় পাঁচওয়াক্তের নমাজ জমাতের সহিত পড়িতেছেন, মুছাফির খানা স্থাপন করিয়াছেন, দীন দরিদ্র ফকির মোছাফের আসিয়া অকাতরে দান খয়রাত অন্নবস্ত্র পাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে জমিদার সাহেবের মঙ্গলকামনা করিতেছে নৈশ বিদ্যা-লয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, গ্রামবাসী দরিদ্র মুসল-মানগণ সারাদিন নিজ নিজ কার্য্য করিয়া রাত্রে আসিয়া মৌলবী ছাহেবের নিকট নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেছে, দুই মন্‌জেলা বাহরুল উলুম মাদ্রাসাতে দেশ বিদেশের মুসলমান বালকগণ আসিয়া বিনা বেতনে শিক্ষা পাইতেছে, ইহা ছাড়া জমিদার ছাহেবের উদ্দমে ও পৃষ্ট পোষকতায় গ্রামে আরও ঐকখানা নিঃ প্রাঃ স্কুল, একখানা বালিকা মক্তব একখানা মাইনার স্কুল ও গ্রাম্য ছাত্র সমীতির কার্য্য

সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। তিনি স্বীয় গ্রামবাসী প্রজাবৃন্দের মামলা মোকদ্দমা নিজেই মীমাংসা করিয়া দেন। কাহাকেও কদাপি আদালতের আশ্রয় লইতে দেন না। সর্ব্বোপরি জমিদার ছাহেবের অমায়িক ব্যবহার অপত্য স্নেহ খোস মেজাজ সকলকে আপন করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার তেজোময় কঠোর কোমলতা মিশ্রিত সৌম্য মূর্ত্তি, পূন্যোজ্জ্বল আয়ত লোচন, বিশাল বাহু প্রকাণ্ড উষ্ণীষ ও সুপক্ক দীর্ঘ স্মশ্রুরাজি দর্শণ করিয়া লোক সভয় সম্ভ্রমে তাঁহার দিকে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকিত এবং অনাবিল ভক্তি শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই আনত হইয়া পড়িত ফলকথায় যদি পারিবারিক জীবনে কিছু সুখ থাকে তবে জমিদার বাড়ীতেই তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয়, জমিদার ছাহেব একজন আদর্শ পুরুষ।

তিনি একমাত্র পুত্র মুজিবের উচ্চ পদের সুখবরে যত সুখী হইতে পারিয়াছেন, তাহার বেশভূষা আচার

পদ্ধতিতে তত হইতে পারেন নাই। মুজিব সাহেবী ফেশন্ কায়দা হুবহু ষোল আনা বজায় রাখিয়া দোস্ত আসনায় মজলিস হারদম গরম রাখিয়াও যেন মনে সোয়াস্তি পাইতেছে না। তাহার প্রাণ যেন উধাও হইয়া কাহার দিকে ছুটিতেছে যাহাকে পাওয়ার সাধ বিড়ম্বনা মাত্র যাহার দর্শন সুযোগ চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার সুধামাখা স্মৃতি আজও মুজিবের বিরহ বিধুর প্রানে রহিয়া রহিয়া বিয়োগ বেদন জাগাইয়া দিতেছে, তরুণ মুজিবের দুঃখের কারণ এইরূপ ঃ—

মুজিব যখন চার বৎসর পূর্ব্বে বিলাত যায় তখন কেপটিন্ হামিলটনের ছেলে এনটনি মুজিবের সহপাটী ছিল; মুজিবের বিনয় ও উদার ব্যবহারে এনটনি খুব প্রীত হইয়া পড়ে; অতঃপর আলাপ পরিচয়ের পরে কিছুকালের মধ্যেই এনটনি মুজিবের অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া যায়, অতি শৈশব কালেই এনটনির

মাতার মৃত্যু হয়, তাহার পিতা ও ছোট বোন লুছি ব্যতিরেকে পরিবারে আর কেহ ছিল না, এনটনি একদিন বন্ধু মুজিবকে বাসায় নিয়া পিতা ও বোনের সহিত পরিচয় করিয়া দেয়। কেপটিন হামিলটন বড়ই স্নেহশীল লোক ছিলেন। তিনি মুজিবের পরিচয় পাইয়া বড়ই সুখী হন। উচ্চ শিক্ষার জন্য মুজিবকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন, অতঃপর কেপটিন লুছিকে উদ্দেশ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেন দেখ। আমাদের সান্ধ্য ভ্রমনের জন্য আজ হতে একটা বিদেশী সহচরের আমদানী হইল। লুছি মুজিবকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অতঃপর মুজিব ও প্রতিদান স্বরূপ কেপটিন ও লুছিকে আনিয়া কয়েক সন্ধ্যায় টি পার্টির বন্দোবস্ত করিয়াছে তারপর হইতে মুজিব অবাধে কেপটানের বাসায় আশা যাওয়া করিত, তাঁহারা ও প্রায় সাঁঝের বেলায় মুজিবকে একসঙ্গে মটরে করিয়া ভ্রমণে বাহির

হইত। লুছি এর পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালীর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পায় নাই, বাঙ্গালীর ব্যবহারে যে এত মাধুরি থাকিতে পারে, বাঙ্গালী যে দুদিনেই পরকে আপন করে নিতে পারে সে তাহা পূর্ব্বে জানিত না। তাই মুজিরের ব্যবহারে লুছি বিমুগ্ধ হইয়া অচিরেই মুজিব গতপ্রান হইয়া গেল মুজিবকে প্রত্যহ না দেখিলে তাহার যেন চলেই না। মুজিরের ভালবাসা স্রোত ও যেন সহসা এনটনির পথে হঠাৎ বাঁধ পরিয়া শত ধারায় লুছির দিকে ছুটিয়া চলিল, এইভাবে ভালবাসার দেনা পাওনা অদল বদলে চায়া-বাজীর মধ্য দিয়ে দুটি বছর দ্রুত চলিয়া গেল। মুজিব যখন শেষ শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করিল তখন একদা কেপটিন্ পেন্সন্ লইয়া মুজিরের প্রাণে একটি জ্বলন্তস্মৃতির ছাপ মারিয়া তাহার কচি প্রাঙ্গণে চির বিচ্ছেদের একটী দাগ আঁকিয়া সপারিবারে নিজ দেশ এমেরিকায় চলিয়া গেলেন।

মুজিব ছোটকাল হইতে লেখাপড়ার বেলায় খুব নামজাদা ছেলে ছিল। পুঞ্জীভূত স্মৃতির বোঝা সজোরে হৃদয়ের এক কোণে চাপিয়া ও অতি কষ্টে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া নূতন সিভিলিয়ান হইয়া আসিতে—বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। পরীক্ষার বোঝা অপসারিত করিয়া স্মৃতির দপ্তর খুলিয়া বসিয়াছে, চাকুরীর নমিনেসান পাইয়াছে চাকুরী করিবে না বিবাহের জন্য শত আয়োজন চলিতেছে বিবাহ নিগড় গলে পরিবেনা, সর্ব্বদা উধাও ভাব মনে শান্তি নাই। চিন্তা যেন লাগিয়াই আছে, লুছি যাওয়ার কালে মুজিবকে সোণার ফ্রেইমে বাঁধান একখানি ফটো দিয়া গিয়াছিল আর তার পাশ দিয়া লিখা ছিল "Forget me not" (ভুলোনা আমায়) আজ কয়েকদিন হইল মুজিবের বড়ই আদরের ফটোখানাও হারাইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহার বেদনার উপর আরও শত বেদনা বাড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ নানা 'দুঃখে জড়িত হইয়া তাহার

মুখের জ্যোতি পলে পলে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে।

(দুই)

কিছুদিন হইতে মুজিব বড়ই আনমনা কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্ত্তাও বলে না কেবল নির্জ্জনে থাকিতেই পছন্দ করে। চাকরানী হয়ত খাওয়ার আনিয়া দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছে সেই দিকে লক্ষ্য নাই আহার বিহার শোওয়ার সময় বহিয়া যাইতেছে সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, যেন সাহারা মরুর দাবানলে মুজিবের প্রাণকে চিতানলের ন্যায় জ্বালাইয়া শ্মশানে পরিণত করিতেছে, এইরূপ চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয় লইয়া মুজিব সেইদিন বৈকাল বেলায় একাকী বাগান বাড়ীতে যাইয়া বসিল। বাগানের দৃশ্য বড়ই মনোরম অস্তগামী সূর্য্যের হিরণ কিরণ লাল গোলাপের উপর প্রতিফলিত হইয়া মনোহর দৃশ্য ধারণ করিতেছে, মধুর বসন্তে মহুয়াফুলের সুগন্ধে বাগান আমোদিত করিতেছে, ঝুমুকাটি ও আইভিলতা

মৃদুমন্দ বায়ুর পরশে হেলিয়া দুলিয়া প্রিয় মিলনের আভাস দিতেছে, হাসনাহেনা গন্ধরাজ টগর চাঁপা বাগানের চারিদিকে সারি বাঁধিয়া ফোয়াইট রোজের সখীরূপে তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, শেউলি ফুল ঝুরুঝুরু ঝরিয়া বাগানরাণী ও সহচরীদের জন্য পুষ্প-শয্যা পাতিয়া দিতেছে। অপ্রসস্ত ছোট ছোট নহরগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া বুকের উপর শত কল্লোল সৃষ্টি করতঃ ধীর মন্থরে ছুটিতেছে, কুঞ্জেকুঞ্জে কোকিল শ্যামা কুহু কুহু পিউ পিউ স্বরে প্রেমিক প্রাণে বিয়োগ ব্যথা জাগাইয়া দিতেছে। ফটকের আশে পাশে পাতা বাহারের গাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া গাহিয়া দর্শককে অভ্যর্থনা করিতেছে, এই প্রকার শত সোভার এক মাত্র নায়করূপেও মুজিব কিছুই ভোগ করিতে পারিতেছে না। যাহার অন্তরে সুখ নাই প্রাকৃতিক শোভা সম্পদ তাহাকে সুখ দিবে কি করিয়া? বাগানের শত সোভা সৌন্দর্য্য কিছুতেই

তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে না। সে আজ কবি হৃদয় লইয়া বসে নাই সে বসিয়াছে স্মৃতির দপ্তর খুলিয়া, চিন্তার বোঝা মাথায় করিয়া তাই কিছুতেই মন আকৃষ্ট হইতেছে না। অনেকক্ষণ পরে যেন অজানাভাবেই তাহার মুখ দিয়া এই গানটী বাহির হইয়া পড়িল :—

"জানিনা জানিনা হৃদে জাগে যে
কিজানি কোথায় কেমন আছে সে……
……কত পূর্ণিমার শশী হৃদ আকাশে ভাসিছে
কেহ ত চাইলনা ফিরে এ শূন্য হৃদি পানে।"

গানেব শেষ ছন্দটী যখন শূন্যে বিলীন হইয়া গেল মুজিব যেন একটি শান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আবার পাশ ফিরিয়া বসিতে সহসা সামনের বাড়ীর মৌলবী গোলাম কাদের সাহেবের প্রাসাদের একটী নিভৃত জানালার অতি ক্ষীণ আলোক শিখা মুজিবের চোখের সামনে পড়িল— মুজিব চমকিয়া উঠিল, আবার সেই

দিকে চোখ তুলিয়া দেখিতে মুজিব থমকিয়া গেল, কি দেখিতেছে ? যেন থিয়েটারের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় জানালার পরদাটুক সরিয়া গেল ধীর মরাল গতিতে সবুজ ওড়না (ঘোমটা বা অবগুণ্ঠন) ঢাকা এক পরমা সুন্দরী কিশোরী আসিয়া টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর উপবেশন করিল, কিছুকাল ত্রস্ত হস্তে দুই একখানা বইর পাতা উল্টাইয়া সেই গুলিকে আবার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া আনমনে মধুর ঝঙ্কারে সুর তুলিয়া পার্‌শি বয়াত আওড়াইতে লাগিল :—

"আগর দানম তোরা আজমন জুদায়ি
চেরা করদম খেয়ালে আসে নাই—"

অনুবাদ :—"তোমার বিচ্ছেদের কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কখনও তোমায় ভালবাস্‌তাম না, নশ্বর ধামে বন্ধু মিলা দুষ্কর মিল্‌লেও প্রকৃত বন্ধু কজন মিলে ?"

মুজিব শৈশবকালে পারসী ভাষা পাঠ করিয়াছিল

তাই বয়াতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া মর্ম্মাহত হইল—ভাবিতে লাগিল একি মানবী না অপ্সরা আমার হৃদয়ের গোপন তারে কেন ঝঙ্কার দিতে বসিয়াছে? বিশেষতঃ মুজিব সুদূর পাড়াগায়ে এই প্রকার কমণীয় মুখ দেখিবার আশা কখনও করে নাই, তাহার হারাণ লুছি হইতে কেহ যে সুন্দরী হইতে পারে তাহার স্বভাবসিদ্ধ সাদা ধপধপে চেহারা হইতে বাঙ্গালীর মেয়ে আরও সুশ্রী হইতে পারে মুজিব কখনও ধারণা করিতে পারে নাই। মোটের উপর কোন এক অজানা হাতের ইঙ্গিতে আজ এই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ওড়না মুজিব ও লুছির স্মৃতির মধ্যে এক নূতন পরদা ঢালিয়া দিল।

(তিন)

পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বড়ই উৎসুক্য হইয়াছেন সবুজ ওড়নার বিষয় জানিবার জন্য; চলুন একবার আপনাদিগকে সবুজ ওড়নার পরিচয় করেদি, মৌলবী

গোলাম কাদের সাহেব লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটীতে বি, এ, পাশ করার পরে অনেক বৎসর মিশর দেশে থাকিয়া আরবী ভাষায় প্রচুর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্থানীয় মুন্সেফ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। জমিদার সাহেবের বাগান বাড়ীর অদূরে মুন্সেফ সাহেবের তিন মনজেলা অট্টালিকা যেন জমিদার বাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সগর্ব্বে দাড়াইয়া রহিয়াছে।

মুন্সেফ সাহেবের একমাত্র মেয়ে সফিয়া খাতুনকে তিনি নিজেই সকাল সন্ধ্যায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। মেয়েকে হিন্দুস্থানী ফেশনের বেশভূষায় আদব কায়দায় গড়িয়া তুলিয়াছেন, সফিয়ার বেশভূষা দেখ্‌লে পশ্চিমা মেয়ে বলিয়াই অনেকটা বুঝা যায়. বহু ভাষায় মুন্সেফ সাহেবের ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি মেয়েকেও একাধারে আরবী বাংলা. ইংরেজী, পারসী, উর্দ্দু বহু ভাষায় বিদুষী করিতে প্রয়াস পাইতেছেন. কিন্তু সফিয়া সাধারণতঃ পারসী ভাষার প্রতিই অনুরক্তা

পারসী কবিতাগুলি পাঠ করিতে তাহার বড়ই আকাঙ্ক্ষা পিতার অনুপস্থিতে সে প্রায় বাছা বাছা পারসী বয়াত-গুলি বার বার সুর ধরিয়া পাঠ করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায়ই সেদিন সাঁজের আঁধারে সফিয়ার বীনার ঝঙ্কারটী অলক্ষ্যে আমাদের ব্যথিত মুজিরের প্রাণের পরদা ভেদ করিয়া মরমে পশিয়াছিল।

আজকাল মুজিব বাস্তব ও কল্পিতের প্রবলদ্বন্দে পরিয়া মূহ্যমান হইয়া যাইতেছে। কল্পনার রঙ্গিন ছবি-খানি কিছুকাল মধুমাখা বাস্তবের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে২ নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে, মুজিবের হৃদয়ের অন্তস্তলের forget me not এর উজ্জ্বল দাগটুকু বাস্তব প্রবাহিনীর মাজা ঘসায় দিন দিন ধুইয়া যাইতেছে। দয়াময়ের প্রবল ইচ্ছার মহান ইঙ্গিতে সফিয়ার ললিত সুর অহরহ মুজিবের হৃদ কন্দরে গম্ভীরে গম্ভীরে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে বাস্তবের দিকে টানিয়া আনিতেছে। মুজিব সেই প্রথম সাঁঝের

প্রারম্ভসঙ্গীতের পর হইতে প্রায় গোধূলির আঁধারে গা ঢাকিয়া কোন্ এক অজানা টানে অভিসারে যাইয়া থাকে কিন্তু এযাবৎ দয়িতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাই অন্য মনস্ক ভাবে মুজিব গাহিতেছিল :—

"জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটি তারে
হৃদ বীনা আর ঠিক্ সুরে বাজে নারে।"

মুজিব জানিতে পারে নাই যে তাহার বীণার ঝঙ্কার বসরা গোলাপ কুঞ্জের বুলবুল কর্ণে যাইয়া পঁহুছিয়াছিল। সহসা জানালার দ্বারে যবনিকার পতন হইল, কক্ষের আলো নিভিয়া গেল। মুজিব গান শেষ করিয়া সেদিকে তাকাইয়া দেখিতে চমকিয়া উঠিল সব শূন্য আর কোনও সন্ধ্যা সেই কক্ষে আলো জ্বলে নাই। তার পর হইতে মাসাধিক কাল বাগানবাড়ী যেন মুজিবকে পিশাচী হইয়া গ্রাস করিতে আসিত। মুজিব বাগানে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

অরুণ-আলো।

মুজিব বাস্তবের আশায় একমাত্র কল্পিত স্মৃতিকে ভুলিয়াছে দূরের আশা দূরে ঠেলিয়া নিকটের বস্তুকে আরও নিকটতর করিতে হৃদয় বাঁধিয়া লইয়াছে এমন সময় তাহার সেই আশার আলো ও কোন্ এক অজানা কারণে সহসা নিভিয়া গেল। এমতাবস্থায় রক্তমাংসের শরীরের সর্ব্বযন্ত্রণা হারিণী মৃত্যুই বরণীয়। মুজিবের অবস্থাও তাহাই হইল।

মুজিবের এই প্রকার মানসিক দুরবস্থার সময় তাহার বৃদ্ধা চাকরাণী হাসনার মা আসিয়া একদিন গায়ের উপর হাত বুলিয়া বলিল "বাবা মুজিব তোমরা জ্ঞানী, বড় লোকের ছেলে কিছু বলিতে ভয় হয় পাছে আমাদের উপর হইতে মন বিগ্ড়ে যায়। তোমার কিছুরই অভাব নাই তোমার হাতের ইসারায় কিনা হয়? বল বাপ, তুমি দিন দিন এমনটী হইয়া যাইতেছ কেন? ছোটকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তাই আমার স্নেহের দাবী

টুকু আছে তাই বল বাপ ; তোমার কি হয়েছে ?”

মুজিব ছোটকাল হইতে হাসনার মাকে বড়ই আপন জন মনে করিত অনেকটা ভক্তিও করিত, সম্ভ্রমের সহিত বলিল “বাপু তোমরা বুড়ো মানুষ আমাদের ওসব পাগলামীর কথা কি বুঝবে? অনর্থক আর জানতে চেওনা চলে যাও আমায় চিন্তা করতে দাও,” হাসনার মা ছাড়বার পাত্রী নয় বলিল “বাবা আজ আমি সব না শুনে ছাড়ছিনে, তোমাদের সুখের জন্যই আজও বুড়ো বয়সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাট্‌ছি, তোমাদের দুঃখ আমার বুড়ো প্রাণে বড়ই বাজে, তেমোদের সুখ দেখতে পেলে আমি অন্তিমকালে শান্তির নিশ্বাস্ ফেলে মরতে পারব, হাসনার মার কথায় মুজিব একেবারে আপন ভূলা হইয়া গেল। অনর্গল অনুপূর্ব্বিক সব বলিয়া ফেলিল, হাসনার মা শুনিয়াত অবাক্। বলিল বাপু দেখছি তুমি আজও একেবারে খোকা ছেলেটী রয়েছ এই কথাটী আমায় এতদিন বলনাই কেন ?

আমাকে কি পর মনে করতে? সফিয়া হল আমাদের ঘরের মেয়ে তার জন্য এত ভাবনার বিষয় কি?, তুমি আর চিন্তা কর না। মনেরেখ তোমার চিন্তার পাসরা শেষ হইয়া আসছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমায় দুঃখী হতে দেবোনা।

সোজাসোজি হাসনার মা মুন্সেফ বাড়ীর অন্তঃপুরে চলিয়া গেল, সফিয়া হাসনার মাকে বড়ই আপন জন মনে করিত, তাহাকে আসিতে দেখিয়া সাদরে ডাকিয়া নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া বসিবার আসন পাতিয়া দিয়া বলিতে লাগিল "কাকিমা তোমরা আজকাল আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে দেখছি, একেবারে এইদিকে তসরিফ আনা হয় না।"

হাসনার মা বলিল "লক্ষী মেয়েটী আমার, কি বলছ আমি কি তোমাদিগকে ভুলতে পারি, তবে এত-দিন আসতে দেরী হল কারণ জমিদার বাড়ীতে অবসর পাওয়া যাচ্ছে না, বিশেষতঃ আমাদের মুজিব ছেলেটী

একেবারে কি পাগলামী চিন্তা করতেং দিন্ দিন্ দূর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে, তাকে এই অবস্থায় রেখে আমার কোন ও দিকে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না। সফিয়া শুনিয়া বলিল কেন কাকিমা মুজিব ভাইয়ের কি হয়েছে, তিনিত এবার বড় সাহেব হইয়া বিলাত হইতে আসিয়াছেন, উচ্চ দরের চাকুরী করবেন বড় জমিদারের ছেলে তাঁহার আবার কিসের চিন্তা? হাসনার মা বলিল, তোমরা খুকী মেয়ে ওসব বুঝবে না। সংসারে নানাবিধ সুখ সম্ভোগের ভিতর থাকিয়া ও মানবের চিন্তা থাকে, বড় হলে ওসব বুঝবে। সফিয়া আর বাড়াবাড়ি না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কতক্ষণ হাসনার মা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আচ্ছা সফি শুনতে পাচ্ছি অনেক বড় বড় ঘর হইতে তোমার বিয়ের জন্য আসিতেছে. অনেক স্থানে তোমার বাবার ও মত হইয়াছিল, তুমি কেন তাতে রাজি হতেছ না?" সফিয়া মহা বিপদে পতিত হইল,

লজ্জায় আধখানা হইয়া গেল, কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল, কিছুকাল চিন্তার পর বলিল "কাকি মা তোমরা পূরাণ-জমানার লোক ওসব বুঝবে না," হাসনার মা বলিল বুঝব তুমি আমায় বল, আমি তোমার মায়ের সমান, মায়ের নিকট কি কিছু লুকাইবার আছে?

সফিয়া মনে করিল তাতে ক্ষতি কি এত আর দেশে দেশে আমার কথা ঘোষনা করতে যাচ্ছে না মনের কথা বলতে পারলে অনেকটা প্রাণের বোঝা ও কমে যায়। তখন বলিল কাকি মা আজকাল সমাজের অবস্থা যেই প্রকার দাঁড়িয়েছে হইাতে উপযুক্ত ধার্ম্মিক সাধু পুরুষ পাওয়া দুষ্কর পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে আমাদের যুবকগণ নামে মাত্র মুসলমান আছে বলিতে লজ্জা হয় অনেকে নামাজকে ব্যায়াম মনে করে। অন্যেকে বিজ্ঞানের বাণীকে কোরাণের বাণী হইতে ও যুক্তিগত মনে করে, এমতাবস্থায় আমার মত বিচার

শক্তিক্ষমা বালিকা যাকে তাকে একজন অযোগ্যপাত্রকে জীবণ-সঙ্গীরূপে বরণ করা অসম্ভব, আমি চির কুমারী থাকিতে বাসনা করি। তথাপি যাকে তাকে পতিত্বে বরণ করতে রাজী নই। হাসনার মা সফিয়ার ধর্ম্মভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল প্রবোধ দিয়া বলিল মা আমার, আমি অচিরেই তোমার আশা পূর্ণ করিব, তবে এখন বিদায় হই।

(চার)

হাসনার মার চেষ্টায় আমাদের মুজিব আজ প্রায় দুই তিন মাস হইতে সাহেবী বেশ ভূষা ত্যাগ করিয়া একজন ধার্ম্মিক লোক হইয়া পড়িয়াছে।

পরণে ঢিলা পায়জামা গায়ে কোর্ত্তা শিরে উষ্ণিষ দেখিলে অনেকটা পশ্চিমা মুসলমাণ বলিয়া বোধ হয়। পুত্রের অবস্থার পবিরর্ত্তন দেখিয়া বৃদ্ধ জমিদারের শুষ্ক মুখে আশার নূর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুজিবের চিন্তা স্রোত কিছুতেই দমিত হইতেছে না।

সেইদিন মগরেবের নমাজের পর তসবীহ হাতে বেড়াইতে বেড়াইতে মুজিব বাগান বাড়ীতে যাইয়া বসিল। আবার সেই ঈপ্সিত জানালার মুখে আলো দেখিতে পাইয়া মুজিবের প্রাণে পূরান স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সফিয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া হাসনার মার হস্তে প্রদান করিল, হাসনার মা যথা সময়ে চিঠির জবাব আনিয়া মুজিবের হস্তে দিল, পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

আমাদের বাল্যকালীন ধূলা খেলার সময় থেকে যেই পবিত্র স্নেহের উদ্রেক হয়েছিল, সেই স্নেহের চ'খেই তোমাকে দেখিয়া আসিতাম; কিন্তু তুমি বিলাত যাইয়া আমাদের সেই পবিত্র আশৈশব ভালবাসাকে বদ্‌লাইয়া দিয়াছিলে বলিয়া আমি একটুও তোমার উপর রাগ করিনি—সত্য বলতে কি আমার ভারি রাগ হয়েছিল তোমার ঐরূপ সাহেবী আদব কায়দা দেখে। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের

পর তোমায় যখন আমি বাগান বাড়ীতে নূতন বেশে দেখি, সেই দিন হইতে আমার আশৈশব বাঞ্ছিত আশা লতিকা ছিন্নপ্রায় হয়েছিল। আবার হাসনার মার মুখে যখন জানতে পারলাম তুমি আমার ন্যায় হতভাগিনীর প্রত্যাশী তখন আমার মনে আবার নূতন আশার সঞ্চার হইল। তোমায় মানুষরূপে খাটি মুসলমান ধার্ম্মিক পুরুষরূপে পাইবার জন্য এতদিন তোমার সহিত লুকুচুরি খেলিয়াছি; দাসির সেই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিও। এতদিনের সাধনা আমার সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। এখন দেব আমার হৃদয় বল্লবরূপে দয়িতরূপে চিরঈপ্সিত-রূপে সফিয়ার হৃদয়বাগে আবার মঞ্জুরিত হও।

তোমার আদরের—সফিয়া

পত্র পাঠে মুজিবের অবস্থা কি প্রকার হয়েছিল তাহা প্রকাশ না করিলেও ধারণা করা যাইতে পারে। মুজিবের নিরস ঊষর মরুহৃদয়ে আবার নন্দন পারিজাত বিকশিত হইতে চলিল দক্ষিণা বাতাস ফুলের সুরভির

সহিত প্রকৃতির মাধুরিমা মাখিয়া প্রিয় মিলনের আগমনী বহিয়া আনিতে লাগিল। মুজিবের মলিন মুখ আবার মেঘ বিধৌত সারদ আকাশের ন্যায় অমল ধবল হইয়া উঠিল। সুন্দরকান্তি আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল! অচিরেই হাসনার মার মধ্যস্থতায় মুজিব ও সফিয়ার বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গেল। মহা ধূম-ধামে বিবাহের নহবত বাজিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব, দীন দুঃখীর আশীর্ব্বাদবাণীর মধ্যদিয়া শুভ মুহূর্ত্তে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল। এতদিনে মুন্সেফ সাহেব শান্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

মুজিবের চাকুরী করিবার আর ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সফিয়ার ঐকান্তিক অনুরোধে তাঁহাকে সাবজজ হইতে হইল; সুখের বিষয় মুজিবের মুসলমানী পোষাক তাঁহার উচ্চ সরকারী চাকুরীতে বাধা দিতে পারে নাই।

সমাপ্ত।